# ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

**ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি** শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সনাতনগোপাল দাস ● **ডিটিপি** তাপস বেরা ● **প্রচ্ছদ** জহর দাস ● **হিসাব রক্ষক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত

**অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯,
মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭
মেলঃ btgbengali@gmail.com

**বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা** ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

**ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট**
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩


২০২০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

৪৪ তম বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ কেশব ৫৩৪ ■ ডিসেম্বর ২০২০

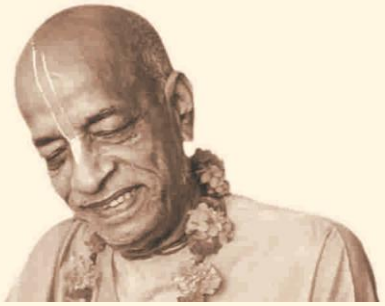

## বিষয়-সূচী


**৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী**
**আমরা শূন্য থেকে শুরু করি না**
আমরা বলি না যে বেদ মনুষ্য লিখিত। সেগুলি একটি চিন্ময় উৎস হতে এসেছে। ভগবান দ্বারা কথিত শব্দকে *অপৌরুষেয়* বলে, যা নির্দেশ করে যে, সেগুলি কোন পার্থিব ব্যক্তি দ্বারা রচিত নয়।

**৬ আচার্য বাণী**
**শৌভরি মুনির কাহিনী**
যখনই কেউ আধ্যাত্মিক ও জড়জাগতিক দিক থেকে অধিক ক্ষমতাবান হয়, তার মধ্যে অহঙ্কারী মনোভাব দেখা দেয় এবং অহঙ্কারে বৃহত্তম বিপদ হয় যে, আমরা সাধু ব্যক্তিদের প্রতি অপরাধ করে ফেলি। সেই জন্য শৌভরি মুনি কোনওভাবে মহান ভক্ত গরুড়ের প্রতি অপরাধ করেন।

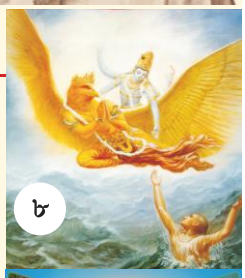


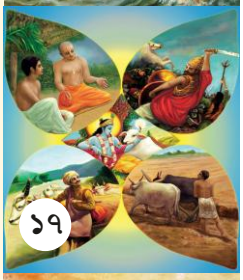


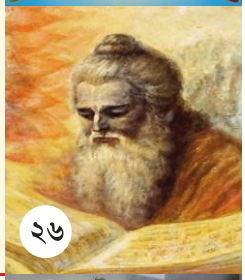


**১০ সাময়িক প্রসঙ্গ**
**আধ্যাত্মিকতা কেমন করে সক্রিয়ভাবে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করতে পারে?**
আমরা যদি পশুমাংস ভক্ষণ করি তাহলে আমাদেরকেও পশুর মতো খাঁচাতে জীবন যাপন করতে হবে। আমাদের বাইরে আসার অনুমতি ছিল না। শাস্ত্র বলে, যদি আমরা পশু হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করি তাহলে আমরা আমাদের পরবর্তী জীবনে একটি পশু দেহ লাভ করবো।

**১৪ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ**
**শ্রীমদ্ভবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা**
ভগবান বলতে চাইছেন কে অর্জুনের উচিত যে পূর্বে যে সমস্ত ধর্মের কথা (যেমন—নানা রকম জ্ঞানের কথা, পরমাত্মার জ্ঞানের কথা, বিভিন্ন বর্ণ, আশ্রম, মন ইন্দ্রিয়াদি দমন ও ধ্যান আদির কথা) শ্রবণ করেছে তা সবই পরিত্যাগ করে তাঁর চরণে শরণ নিতে।

**১৮ পরিচয়**
**নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি**
যেমন ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে লাঠিপেটা সঠিক ঔষধ নয়, কুইনাইন হচ্ছে সঠিক ঔষধ, ঠিক তেমনি মন্দ স্বভাবরূপী রোগের যথার্থ ঔষধ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা তথা শ্রবণ কীর্তন রূপ নববিধা ভক্তি।

**২৩ শাস্ত্র কথা**
**ব্রহ্মসংহিতা**
শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, আমরা সকলেই আমাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য শ্রীভগবানের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু আমরা কখনও বলতে পারি না যে, ভগবানের বাসনাও অন্যের উপর নির্ভরশীল। সেটাই তাঁর অচিন্ত্য শক্তি।

**২৫ প্রচ্ছদ কাহিনী**
**গ্রন্থ বিতরণ আমাদের পারিবারিক ব্যবসা**
আমাদের প্রথম কার্য গ্রন্থ বিতরণ। অন্য কোন কার্যের প্রয়োজন নেই। যদি সঠিকভাবে মহোৎসাহ এবং দৃঢ়তার সাথে গ্রন্থ বিতরণ করা হয় এবং আমাদের ভক্তগণ যদি আধ্যাত্মিকভাবে দৃঢ় থাকে তাহলে সমগ্র বিশ্ব কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে উঠবে।

বিভাগ

**৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর**
**'নির্বন্ধ' করে হরিনাম করা বলতে কি বোঝায় ?**

**১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ**
**বাসন্তি বেগুন**

**২০ ইসকন সমাচার**
**লকডাউনে ইসকন মায়াপুরের খাদ্য সহায়তা**

**২৮ ছোটদের আসর**
**চারটি ষাঁড় এবং সিংহ**

**৩০ ভক্তি কবিতা**
**শ্রীহরি বন্দনা**

### আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

# সম্পাদকীয়

# করোনা ভাইরাস

করোনা ভাইরাস্ আজ এক বিশ্বসমস্যা। বিশ্বের সর্বোন্নত দেশগুলিও এর প্রকোপে নাজেহাল। সমস্ত বিশ্বে আজ লক্ ডাউন ঘোষিত। আমরা সবাই গৃহবন্দী। কোনও যানবাহন নেই, বাড়ী থেকে বেরোতে হলে উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে। নইলে কোনও কোনও রাজ্যে দেখা মাত্র গুলি করারও আদেশ জারি হয়েছে। ইংল্যান্ডের রাজকুমার থেকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত, কেউ বাদ যাচ্ছেন না। এইভাবে গৃহবন্দী হয়ে সমস্ত বিশ্ব কতদিন থাকতে পারবে? যে সমস্ত মানুষ বিদ্রোহ করতে অভ্যস্ত, তাঁরা কার নিকট, কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন? ''উপায় নেই গোলাম হোসেন।'' কত লোক যে কোথায় মারা যেতে পারেন, তারও কোনও সঠিক উত্তর নেই। বেশী প্রকোপ, আজ এক দেশে তো কাল আর এক দেশে, পরশু হয়তো আরও এক দেশে।

মানুষ পালাবে কোথায়?

হ্যাঁ, এটা কোন্ ক্লেশ, আধ্যাত্মিক, না কি আধিভৌতিক, না আধিদৈবিক? এটি হচ্ছে ভগবানের ব্যবস্থাপনা। ঠিক যেমন, *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি*, তেমনই যখন যখন জনবিস্ফোরণ ঘটে, তখন মহামারী হয়। মহামারীর মাধ্যমে বিশ্বের জন সংকোচন সম্ভব হতো। এর পূর্বে অনেক মহামারী হয়েছে, যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে। যারা বেঁচে থাকবে, তারা আবার বংশ বৃদ্ধি করবে। কিন্তু আজ আমরা এত উন্নত হয়ে গিয়েছি যে, ভগবানের শক্তি, প্রকৃতির এই শাসন মানতে আমরা প্রস্তুত নই। কেন মহামারী? আমরা মহামারীকে মেরে ফেলবো। তাই আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি, যাতে করে এই ভাইরাস্ ছড়িয়ে পড়তে না পারে। তাই সমগ্র বিশ্ব আজ গৃহবন্দী। কে জানে এই গৃহবন্দী অবস্থাতেই মৃত্যু হবে কি না। ভগবানের শাসন আমরা মানতে রাজী নই। দেখা যাচ্ছে, পানীয় জলের অভাব, কার্য সংস্থানের অভাব, বিশ্বের দূষণ মাত্রা ছাড়াচ্ছে। কারণ কী? জন সংখ্যার বৃদ্ধি। এ সবের কারো হাতেই নেই, তাই দরকার মহামারী।

আমরা, ভক্তরা মারা গেলে ক্ষতি কোথায়?

পুনরায় নতুন দেহ লাভ করবো। যেই মরবে, সেই তো নতুন দেহ পাবে, তা হলে আর এত মাথা ব্যথা কেন? আত্মা তো মরছে না। দেহ আজ নয় কাল মরবেই। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, নারায়ণপরা সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গ নরকে তুল্যার্থদর্শিনঃ। নারায়ণ পরায়ন ভক্তরা কোথাও ভয় পান না। তা হলে এখানে ভয় পাওয়ার কী আছে?

আজ সকালে আমাদের মন্দিরের একজন প্রবীণ ভক্ত আমাকে বললেন, খবর পেয়েছি, 'ভারতবর্ষে হয়তো তিন লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন আর তার মধ্যে থেকে দেড় লক্ষ লোকই মারা যেতে পারেন।' তাঁকে আমি বললাম, ভারতে রয়েছে প্রায় দেড়শ কোটি মানুষ। তার থেকে দেড় কোটি মারা গেলে- শতকরা একজন। আর দেড় লাখ মানে তো দেড় কোটিরও শতকরা একজন। এটা কি সংখ্যা হলো?

আমরা যখন ভগবানের ব্যবস্থাপনাকে পরোয়া না করে, খোদার ওপর খোদগিরি করতে যাই, তখনই সমস্যা। আমরা ভগবানের দেওয়া সরল জীবন চর্যা নিয়ে খুশী নই। বিজ্ঞানের উন্নতি করে সমস্ত সমস্যার সমাধান করবো। কিন্তু ভগবানের মার দুনিয়ার বার। অতএব ভগবানের কর্তৃত্বকে মেনে নিয়ে, যহি বিধি রাখে রাম, তাহি বিধি রহিয়ে। আর সীতা রাম সীতা রাম সীতা রামকহিয়ে।

যার মরার থাকবে, সে মরবে,' রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' এ কথা তো সবাই জানেন, কিন্তু অনেকেই মানতে চায় না। আপনার কপালে মৃত্যু থাকলে, যত বড় ডাক্তারই আনুন, আর যত দামী ওষুধই প্রয়োগ করুন, মরতে আপনাকে হবেই। আবার যার মৃত্যু নেই, তার ক্ষেত্রে যত বড় বিপদই আসুক না কেন, তার মৃত্যু হবে না। তা হলে কেন আমরা অনর্থক আতঙ্কিত হবো?

এ ছাড়াও এ জগৎ এক কারাগারের মতো। কারাগারে শাস্তি তো পেতেই হবে। সাজা থেকে বাঁচতে চাইলেও রেহাই নেই। তাই ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই হচ্ছে সব থেকে বুদ্ধিমানের কাজ। এ জগতের মালিক তিনি, পরিচালনা তিনিই করছেন। ব্যবস্থাপনাও তিনিই করছেন। তাই ভক্ত বলেন, 'মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোঁহারা। নিত্য দাস প্রতি তুয়া অধিকার।'

**-অদ্বৈত আচার্য দাস ব্রহ্মচারী**

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে শিকাগোয় এক প্রাতঃভ্রমণ কালে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁর কতিপয় শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন

# আমরা শূন্য থেকে শুরু করি না

**কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ**
**আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য**

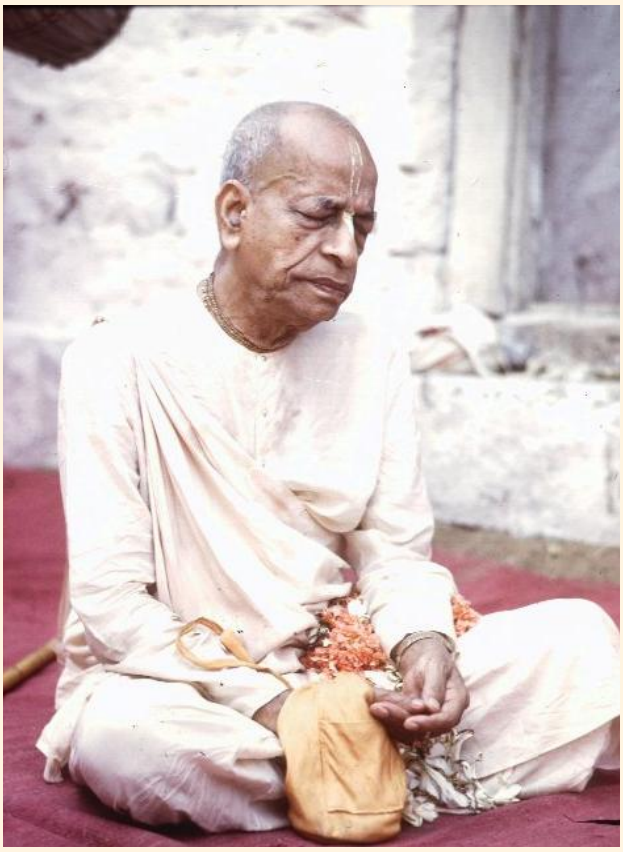

**শ্রীল প্রভুপাদ** - ডারউইন কোথায় শুরু করেছিলেন?

**ভক্ত** - তিনি সমুদ্রে শুরু করেন। তিনি বলেন যে কিছু মাছের মতো প্রাণী সমুদ্র থেকে লাফিয়ে উঠে বাতাসে শ্বাস নিতে শুরু করে।

**শ্রীল প্রভুপাদ**- তাহলে সমুদ্র কোথা থেকে এলো?

**ভক্ত**- তিনি তা বলেন নি।

**শ্রীল প্রভুপাদ**- সেক্ষেত্রে তার তত্ত্ব সঠিক নয়।

**ভক্ত** - বৈজ্ঞানিকগণ বলেন সূচনাকালে এই গ্রহে বিরাট ঝড়ঝঞ্ঝা হয়েছিল। সমুদ্র উত্তাল হয়েছিল এবং সেইসময় বজ্রপাত হয়েছিল।

**শ্রীল প্রভুপাদ**- কোথা থেকে বজ্রপাত হলো? কোথা থেকে সমুদ্র এলো? তার দর্শন কি? এ তো শুধু ভাবনা।

**ভক্ত** - তারা বলে আদিযুগের এক বিস্ফোরণ থেকে সকল সূচনা হয়েছে।

**শ্রীল প্রভুপাদ**- সেক্ষেত্রে আমি একই প্রশ্ন করবো কোথা থেকে বিস্ফোরণ হলো?

**ভক্ত**- তারা বলে যে শূন্য সময়ে বিস্ফোরণ হয়েছিল। (হাসি)

**শ্রীল প্রভুপাদ**- শূন্য সময়?

**ভক্ত** - শূন্য সময়ে শুরু হয়েছিল। এবং তারা বলে যে "তার পূর্বে কি হয়েছিল?" প্রশ্নটি বিচক্ষণ এবং যৌক্তিক নয়।

**শ্রীল প্রভুপাদ**- কেন?

**ভক্ত**- তারা বলে এই প্রশ্ন এমন কি জিজ্ঞাসা করাও উচিত নয়।

**শ্রীল প্রভুপাদ** - না, তাহলে তারা বদমাশ। তারা শূন্য থেকে শুরু করছে। কেমন করে তুমি শূন্য থেকে শুরু করতে পারো?

**ভক্ত**- সব কিছুই তা হলে শূন্য থেকে আসে।

**শ্রীল প্রভুপাদ**- সেটি কোন দর্শন নয়।

**ভক্ত** - তারা বলে সবকিছুই এক বৃহৎ আদিম বস্তুপুঞ্জ থেকে উদ্ভূত হয়।

**শ্রীল প্রভুপাদ**- একই প্রশ্ন আসে, কোথা থেকে এই বস্তু আসে?

**ভক্ত**- তারা বলে এটি আকস্মিক দুর্ঘটনা।

**শ্রীল প্রভুপাদ**- সুতরাং এইটি শঠতা। দুর্ঘটনা কোথায়? কিছুই আকস্মিক হয় না। সমস্ত কিছুই কার্যকারণের দ্বারা সংগঠিত হয়। বাইবেল বলে যে সূচনায় ভগবান ছিলেন অথবা ভগবানের উচ্চারিত শব্দ ছিল। সুতরাং ভগবান সেখানে ছিলেন। সেই সূচনা। আমাদের দর্শনেও সেই সূচনা। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমাণ আছে *জন্মাদস্য* । *অহমেবাসমেবাগ্রে* এবং ভগবদ্গীতায় *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রর্বততে*। এই হলো আমাদের দর্শন। সবকিছুই ভগবান হতে সূচিত হয়।

এখন আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ভগবান কোথা থেকে এসেছেন? কিন্তু তিনি ভগবান। ভগবান সর্বদাই অন্য হেতুর জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয় না। তিনিই মূল কারণ। *অনাদিরাদি* তাঁর কোন আদি নেই, কিন্তু তিনি সমস্ত কিছুর আদি। ব্রহ্মা তাঁর সংহিতায় স্বয়ং ভগবানের এই ধারণা দিয়েছেন *অনাদিরাদির্গোবিন্দ*। সেই আদিব্যক্তি হচ্ছেন গোবিন্দ, কৃষ্ণ। আমরা বৈদিক ইতিহাসে এটি পাই। সূচনায় ব্রহ্মা ছিলেন। তিনি একজন দেবতা, দেবতাদের মধ্যে প্রথম দেবতা। এখন কৃষ্ণ বলেছেন, *অহমাদির্হি দেবানাম্* তিনি দেবতাদের কারণ। তিনি ব্রহ্মারও কারণ। সেই জন্যে এই হলো আমাদের দর্শন। আমরা আকস্মিকভাবে শূন্য থেকে শুরু করি না।

**ভক্ত** - ডারউইন কখনো বৈদিক দর্শন উপলব্ধির প্রচেষ্টা করেন নি।

**শ্রীল প্রভুপাদ** - না, না, তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি ধারণা করেছেন। তিনি দার্শনিক নন তিনি একজন ভাবুক।

তিনি স্বীকার করেছেন "এটি আমার ভাবনা। আমি এইভাবে ভাবি।"

**ভক্ত** - তিনি জীবন সৃষ্টি থেকে তাঁর ভাবনা শুরু করেছেন।

**শ্রীল প্রভুপাদ** - যাই হোক, ভাবনা বিজ্ঞানও নয়, দর্শনও নয়।

**ভক্ত** - তারা বলে ভাবনা। উপনিষদ ভাবনা।

**শ্রীল প্রভুপাদ**- না, না, ভাবনা নয়। শ্রীঈশোপনিষদ বলে, *ঈশাবাস্যমিদং সর্বং* - সবকিছু ঈশ, সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক হতে সূচিত হয়। বেদে ভাবনা কোথায়?

**ভক্ত** - তারা বলে বেদ মনুষ্য দ্বারা লিখিত হয়েছে। সেইজন্য সেগুলি অভ্রান্ত নয়।

**শ্রীল প্রভুপাদ**- তোমার দর্শন কি? এটি মনুষ্য লিখিত। তোমার দর্শনের মূল্য কি? এটি ভাবনা। আমরা বলি না যে বেদ মনুষ্য

লিখিত। সেগুলি একটি চিন্ময় উৎস হতে এসেছে। ভগবান দ্বারা কথিত শব্দকে *অপৌরুষেয়* বলে, যা নির্দেশ করে যে, সেগুলি কোন পার্থিব ব্যক্তি দ্বারা রচিত নয়।

তাদের যা ইচ্ছা তারা বলতে পারে, কিন্তু আমরা তা গ্রহন করি না। ধরো কেউ বলল ''আপনার বাবার নাম এই'' আমার বাবার নাম বলার অনুমোদন তাকে কে দিল? আমি ভালোভাবে জানি।

সেইজন্য তাদের পরামর্শ এইরূপ ''আপনার বাবার নাম এই।'' এটি কি একটি খুব ভালো পরামর্শ? আমরা প্রতিবাদ করতে পারি - আপনি আমার পরিবার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। কিভাবে আপনি বলতে পারেন, ''আপনার বাবার নাম এই? '' এটি কি শঠতা নয়? আপনি আমার পরিবার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এবং আপনি বলছেন, ''আপনার বাবার নাম এই।'' এর যৌক্তিকতা কি?

**ভক্ত-** ডারউইনের সমগ্র তত্ত্ব এই বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে, তিনি অস্থি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ উপস্থাপনা করেছেন।

**শ্রীল প্রভুপাদ-** যাই হোক, এটি সম্ভব নয় যে, তিনি সব অস্থি পর্যবেক্ষণ করেছেন। আমি সহজেই বলতে পারি যে তার মতো একজন মানুষের পক্ষে সকল অস্থি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। এইটি আমার প্রতিবাদ।

তিনি বলেন ''লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে. . . '' কিন্তু তিনি পঞ্চাশ বছর বেঁচে ছিলেন। কিভাবে তিনি সব অস্থি দেখলেন? তিনি একজন সীমাবদ্ধ ব্যক্তি।

**ভক্ত-** তারা স্বীকার করে যে তারা সকল অস্থি পায়নি, কিন্তু তারা বলে যে তারা যা পেয়েছে তাই নির্ণায়ক প্রমাণ।

**শ্রীল প্রভুপাদ-** কিন্তু তারা তা বলতে পারে না। যদি আপনি সকল অস্থি দেখেন তবেই আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু তারা বলে কিছু অস্থি বিলুপ্ত। সেইজন্য তাদের তত্ত্ব সর্বদাই ভ্রান্ত।

**ভক্ত-** এই বছরই তারা একটি করোটি পেয়েছে যা তাদের পূর্বে প্রাপ্ত যে কোন করোটির তুলনায় লক্ষ বছরের পুরানো।

**শ্রীল প্রভুপাদ-** ঠিক আছে। কিন্তু তথাপি তারা বলতে পারে না যে তারা সকল অস্থি পেয়েছে। তারা সরল ধারণা করছে '' লক্ষ বছরের কিছু শূন্যস্থান রয়েছে।''

**ভক্ত-** তারা এও বলে যে মিসিং লিঙ্ক সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

**শ্রীল প্রভুপাদ-** সেইজন্য সেটি বিজ্ঞান নয়। তাই আমরা বলি তারা শঠ। অন্যান্য শঠেরা তাদের বিশ্বাস করবে।

# শৌভরি মুনির কাহিনী

**শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী মহারাজ**

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্দে শৌভরি মুনির কাহিনী আছে। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান যোগী ছিলেন। বর্তমান জড়জগতের যে কোন মানুষের জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছা পূর্ণ করার ক্ষমতা থেকে লক্ষগুণ অধিক ক্ষমতাবান। তিনি অসীম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। যখনই কেউ আধ্যাত্মিক ও জড়জাগতিক দিক থেকে অধিক ক্ষমতাবান হয়, তার মধ্যে অহঙ্কারী মনোভাব দেখা দেয় এবং অহঙ্কারে বৃহত্তম বিপদ হয় যে আমরা সাধু ব্যক্তিদের প্রতি অপরাধ করে ফেলি। সেইজন্য শৌভরি মুনি কোনওভাবে মহান ভক্ত গরুড়ের প্রতি অপরাধ করেন। এর ফলে, যদিও তিনি অত্যুচ্চ মর্যাদার জন্য অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, যদি শ্রীকৃষ্ণ আমাদের রক্ষা না করেন তাহলে যতই মহান, যতই আধ্যাত্মিকভাবে অগ্রসর হই না কেন আমরা স্থূলতম কার্যাবলী করা থেকে আমাদের ইন্দ্রিয় সকলকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হব না। এটি অসম্ভব। আধ্যাত্মিক জীবনেও সর্বোত্তম ভ্রম হলো এই যে, আধ্যাত্মিক অগ্রগতির মাধ্যমে আমরা নিজেদের মায়ার কবলে পতিত হওয়া থেকে মুক্ত করতে পারি, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।।
(গীতা ২/৬৪)

শুধুমাত্র কৃষ্ণকৃপার দ্বারাই আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক স্তর রক্ষা করতে সক্ষম। কৃষ্ণকৃপার দ্বারাই মায়াশক্তির সামান্যতম প্রলোভন থেকে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় সকলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমাদের নিজশক্তির দ্বারা নয়। আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের রীতি নীতিসমূহ অনুসরণ করা উচিত এবং সখন শ্রীকৃষ্ণ দেখেন যে আমরা

নিষ্ঠাবান ও বিনম্রভাবে প্রয়াস করছি, তিনি তখন আমাদের ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করার এবং মায়ার প্রলোভন অতিক্রম করার ক্ষমতা দেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য বিনা আমরা কিছুই করতে পারিনা।

সুতরাং যৌগিক ক্রিয়াকলাপে অত্যন্ত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও শৌভরি মুনি এই অহঙ্কারে একজন মহান ভক্তের প্রতি অপরাধ করেন এবং সেইজন্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কৃপা প্রত্যাহার করেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মহান অধ্যাত্মবাদী থেকে তাঁর কৃপা প্রত্যাহার করেন তাহলে সেই সকল জড়বাদী সম্বন্ধে কি বলা যায় যারা পৃথিবীতে আনন্দের সন্ধান করেন। তিনি একজন ক্ষমতাবান যোগী ছিলেন। হাজার হাজার বছর ধরে তিনি যমুনার জলের তলায় ধ্যান করেছেন। আমাদের মধ্যে কে সেটি করতে পারে? তিনি এমন কি তাঁর শ্বাসক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। হাজার হাজার বছর ধরে তিনি এমন কি শ্বাসও নেননি। এই প্রকার ক্ষমতাবলে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

**যখনই কেউ আধ্যাত্মিক ও জড়জাগতিক দিক থেকে অধিক ক্ষমতাবান হয়, তার মধ্যে অহঙ্কারী মনোভাব দেখা দেয় এবং অহঙ্কারে বৃহত্তম বিপদ হয় যে, আমরা সাধু ব্যক্তিদের প্রতি অপরাধ করে ফেলি। সেইজন্য শৌভরি মুনি কোনওভাবে মহান ভক্ত গরুড়ের প্রতি অপরাধ করেন।**

জলের তলায় বাসকালীন একদিন তিনি একটি পুরুষ ও স্ত্রী মৎস্যকে যৌনসুখ উপভোগ করতে দেখলেন। তাঁর তুলনায় ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে আমাদের কি অবস্থা। যখন আমরা পাখী, পতঙ্গ অথবা মৎস্যদের যৌনসুখ উপভোগ করতে দেখি, তা আমাদের মনকে চঞ্চল করে? আমরা শুধু হেঁটে চলে যাই, কোন কিছুই মনে হয় না। কিন্তু ভগবানের মায়াশক্তি এত শক্তিশালী যে যদি একজন ভগবান দ্বারা সুরক্ষিত না হন তাহলে এইরূপ নগন্য বিষয়ও একজনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। সুতরাং শৌভরি মুনি এইসব দেখে ভাবলেন "ও! যৌনসুখ কত সুন্দর। দেখ মাছগুলি কেমন উপভোগ করছে।" তিনি ভাবলেন আমারও এই সুবিধা ভোগ করা উচিত। তিনি জল থেকে বেরিয়ে এসে শুধু জড় সুখ ভোগের নিমিত্ত একজন সঙ্গীর সন্ধান করছিলেন এবং তিনি কয়েকজন সুন্দরী মেয়েকে দেখেন যারা রাজকন্যা ছিল। তাদের পিতার নিকটে গিয়ে অভিলাষ ব্যক্ত করলে তাদের পিতা বলেন, "আপনি বৃদ্ধ এবং আমার কন্যাগণ আপনার প্রতি আকৃষ্ট নয়।" বৃদ্ধাবস্থা ব্যতীত তাঁর লম্বা ধূসর জটা, বহুকাল জলের নীচে থাকায় তাঁর চর্ম কুঞ্চিতও হয়েছিল। তারা আকৃষ্ট হয়নি। যুবতীরা এমন পতি চায় না যে বৃদ্ধ সাধু। তারা পছন্দ করে কোন শক্তিশালী, সুপুরুষ এবং ধনবানকে। সেইজন্য তাঁর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবলে মুনি তাঁর আকৃতি পরিবর্তিত করলেন এক সুপুরুষ রাজপুত্রে। আমাদের মধ্যে কে তা পারবে? তারপর তিনি যখন এলেন, সকল রাজকুমারীই তাঁকে প্রার্থনা করলেন। সেইজন্য তিনি তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেকে বিস্তার করলেন। এইরূপে তিনি বিবাহ করে সকল উপভোগ করলেন। তাঁকে প্রচুর ঐশ্বর্য, ক্ষমতা প্রদান করা হলো। যৌগিক ক্ষমতাবলে তিনি উপভোগের নিমিত্ত সুন্দর রাজধানী, সুন্দর সুখভোগের উপকরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ ছিলেন। প্রকৃত অর্থেই তাঁর যৌগিক ক্ষমতার দ্বারা তিনি তাঁর ইপ্সিত সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক ছিলেন এবং তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের নিকটও তিনি সুন্দরী রাজকন্যাগণসহ অকল্পনীয় সামগ্রীর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিবাহিত জীবন উপভোগ করছিলেন। কিন্তু স্বল্পকাল পরেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে তিনি যতই নিজেকে বিস্তৃত করুন, যৌগিক ক্ষমতাবলে যত ঐশ্বর্যই সৃষ্টি করুন, যত সুন্দর রাজকন্যাগণ হোন না কেন তিনিও হতাশ এবং তারাও হতাশ হয়ে পড়ছেন। তিনি বুঝতে পারলেন তিনি বিরাট ভুল করেছেন এবং তিনি উপলব্ধি করলেন ভগবানের ভক্তের প্রতি অপরাধ করায় তিনি তাঁর সম্পূর্ণ বুদ্ধি হারিয়েছেন। অবশেষে তিনি এবং তাঁর স্ত্রীগণ সকল কিছু ত্যাগ করলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। অতএব এই কাহিনী হতে কি শিক্ষা হলো। প্রথমতঃ আমরা যেই হই না কেন, যত মহানই হই না কেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা বিনম্রতার সাথে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করছি, আমাদের পক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়, কারণ আমরা তাঁর অধীন। তিনি আমাদের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নিতে পারেন। আমাদের মায়ার দ্বারা আবৃত করতে পারেন। তিনি আমাদের যোগমায়ার দ্বারা আবৃত করতে পারেন। তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে কিছুই করতে পারেন। আমরা তাঁর নিত্যদাস।

ইতিহাসে এই পৃথিবীর মহান শক্তিশালী নায়কেরা আজ তারা কোথায়? তারা সবাই মৃত। তারা সবাই বার্ধক্যে পতিত হয়েছেন। তারা সবাই পরাজিত হয়েছেন। জড়াপ্রকৃতি প্রত্যেককে পরাজিত করেছে এবং এই হলো গীতায় একাদশ অধ্যায়ের মূল কথা, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনে প্রকাশ করলেন যে আমি সবাইকে নিজমধ্যে গ্রাস করছি, আত্মস্থ করছি। কালরূপে প্রত্যেকে আমার অধীন এবং কেউ এর থেকে এক সেকেণ্ডের জন্যও পলায়ন করতে পারি না এবং সর্বোত্তম মায়া হলো এই যে আমরা পলায়ন করতে সক্ষম। সুর এবং অসুরে এই পার্থক্য, দৈত্য এবং ভক্ত হলো সরলভাবে এই। সেইজন্য আমি স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা বিনা কর্ম করব। ভগবান বিশ্বরূপে প্রকাশ করলেন যে তিনি মহান নায়ক থেকে নগণ্য পতঙ্গ পর্যন্ত সকল জীবাত্মাকে কালরূপে গ্রাস করছেন। ভক্তগণ এটি স্বীকার করেন। ভক্তগণ মানেন, "হ্যা, শ্রীকৃষ্ণ আপনি নিয়ন্ত্রক। আপনি সৃষ্টি করেছেন, আপনি পালন করেন এবং সংহারও করবেন। আমি আপনার শরণাগত।"

শ্রীল প্রভুপাদ উদাহরণ দিতেন যে, একটি বিড়াল তার দাঁতে ধরে একটি ইঁদুরকে নিয়ে যাচ্ছে এবং যখন সেই ইঁদুর বিড়ালের দিকে ভয়ে ভীত হয়ে তাকাচ্ছে সে বিড়ালের মধ্যে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দর্শন করছে। একই বিড়াল যখন তার বাচ্চাদের নিয়ে যাচ্ছে সেই মুখে করে, বাচ্চারা বিড়ালের মধ্যে স্নেহময়ী রক্ষাকারী মা-কে দেখছে। পার্থক্য কি? উপলব্ধিতে পার্থক্য। কারণ ইঁদুর বিড়ালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে কর্ম করতে প্রয়াস করছে। কথায় বলে, বিড়াল দূরে থাকলে ইঁদুর খেলা করে। ইঁদুরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ছিল স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করার তাই বিড়ালের মধ্যে সাক্ষাৎ মৃত্যু দর্শন করছে এবং অবশেষে বিড়ালের হাতে মৃত্যু হচ্ছে। কিন্তু বাচ্চারা বিড়ালের শরণাগত হয়ে আশ্রয় নিতে শিখেছে, তাই একই বিড়াল তাদের কাছে প্রেমময়ী, আশীর্বাদপূর্ণ রক্ষাকারী মাতা। অনুরূপে মানব সমাজকে ইঁদুর দৌড় বলে অভিহিত করা হয়। ইঁদুর দৌড় অর্থ কি? এর অর্থ যখন বেড়াল দূরে তখন ইঁদুর খেলা করবে। আমরা ভাবছি ভগবান নেই। আমরা ভাবছি ভগবান সবকিছুর নিয়ন্ত্রক নন সেইজন্য হয় ভগবানের অস্তিত্ব নেই অথবা তিনি অন্যত্র আছেন এবং তাই আমরা আমাদের নিজকর্ম করি। আমরা সকলে আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থা, জড় সুখ ভোগের বিশাল পরিকল্পনায়, উন্নয়ন এবং সভ্যতায় প্রয়াসী সেইজন্য যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় আমরা মৃত্যুকে নিষ্ঠুরতম, ভয়ানক ছলনাময় রূপে দেখি যে সব নিয়ে নেয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, আমি ভক্তের নিকটও মৃত্যু। কিন্তু যেহেতু ভক্ত সচেতন যে আমি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কিছু করতে সক্ষম নই, কৃষ্ণই সব, আমি শুধুমাত্র তাঁর দাস হতে পারি। ফল যাই হোক না কেন তাঁর ইচ্ছানুসারে আমি তাঁর সেবা করব, কর্মফলে আমাদের কোন আসক্তি নেই। আমরা উপলব্ধি করি যে, ফল শ্রীকৃষ্ণের অধীন। এই হলো শিক্ষা *কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন (গীতা ২/৪৭)।* একজন ভক্ত ভগবানের সন্তোষবিধানের জন্য শুধুমাত্র কর্ম করেন এবং কর্মফলের প্রতি তিনি আসক্ত নন। কারণ তিনি জানেন শ্রীকৃষ্ণই পরম নিয়ন্ত্রণকর্তা। আমি সফল বা ব্যর্থ যাই হই না কেন সেটি আমার হাতে নেই। সেটি ভগবানের হাতে। আমি শুধুমাত্র আমার সর্বোত্তম বিষয় দেবার প্রচেষ্টা করব। এইরূপ ভক্ত যিনি সর্বদা প্রেমে মগ্ন, ভক্তিমূলক সেবায় বিনম্র, এইরূপ একজন ভক্ত উপলব্ধি করেন যে মৃত্যু আমার প্রভু যিনি কৃপা করে আমাকে তাঁর নিত্যধামে নিয়ে যেতে এসেছেন। ভক্ত মৃত্যুকে ভয় পায় না। ভক্ত জীবনে মরণে শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করে। কারণ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত।

ভজহুঁরে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অভয়চরণারবিন্দ রে।

হে প্রিয় মন, দয়া করে ভগবানের শ্রীচরণপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ কর। তাঁর শরণ নাও। তাঁর দাস হও। এই পথেই শুধুমাত্র তুমি ভয়, উদ্বেগ, হতাশা এবং যন্ত্রণা হতে মুক্ত হবে। কিন্তু অন্য যে কোন ব্যবস্থা করার প্রয়াসই আমরা করি না কেন সেটি কোন আধ্যাত্মিক অথবা জড় পথ, অবশেষে আমরা হতাশায় এবং উদ্বেগে পতিত হব যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা বিনম্রভাবে ভগবানের সেবার আশ্রয় নেব। আমরা ব্রহ্মচারী গৃহস্থ, বাণপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী যাই হই না কেন আমাদের অবশ্যই জ্ঞাত হওয়া উচিত যে ভগবানের কৃপা, ভগবানের সাহায্য বিনা এক মুহূর্তের জন্যও মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

**প্রশ্ন ১। কাউকে দেখা যায়, শৈশবে সে ভক্তি আচরণে যুক্ত। ভগবানের অর্চাবিগ্রহকে প্রণাম করছে। পূজার জন্য ফুল টুকে আনছে। মায়ের সাথে বসে কৃষ্ণনাম জপ করছে। মন্দিরে গিয়ে পূজা দিচ্ছে। কিন্তু, উচ্চ ক্লাসে যখন সে পড়াশুনা শুরু করল, অমনি ভগবানের প্রতি তার একটুও শ্রদ্ধা নেই। সে তার মা-বাবাকে উল্টাপাল্টা কথা বলে, হরিনামে কোনও কাজ হবে না। প্রশ্ন হলো, এরকম দুর্মতি কেন হয়? সে কখন বুঝবে?**

—**সবিতা দাস**, রানাঘাট, নদীয়া

**উত্তরঃ** মূলত তিনটি কারণে ছেলেরা দুর্মতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। যথা—অসাবধানতা, জড় অহমিকা এবং কুসঙ্গ।

১) **অসাবধানতা**—মা-বাবা কিংবা বড়োদেরকে শিশুরা শ্রদ্ধাবান, ভক্তি আচরণশীল দেখতে অভ্যস্ত হলে খুব ভালো। কখনও কখনও বড়দের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তায়, খিটিমিটি মারামারি, অভক্তিমূলক আচরণে শিশুরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন থেকে তারা বড়দের কাছে ভালো কিছু শিখতে পারে না। কখনও কখনও বা মা-বাবা মারামারি করে। তখন শিশু সেই পরিস্থিতিতে মা-বাবার প্রতি ভয় করলেও করতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায়। কখনওবা বড়দের অশ্লীল আচরণও শিশুদের কাছে স্বাভাবিক ঠিক আচরণ বলে মনে হয়। এজন্য সন্তানকে সুপথে নিতে হলে মা-বাবাকেও যথেষ্ট সংযত সুন্দর ভক্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে হয়।

২) **জড় অহমিকা**—কেউ যদি ধনী পরিবারের সন্তান হয়, কিংবা ভালো খেলোয়াড় হয়, কিংবা পড়াশুনায় মোটামুটি ভালো, তবে সে নিজেকে বড় জ্ঞানী ও যথাযথ ব্যক্তি বলে মনে করে। আর, অন্য সাধারণ ব্যক্তিকে অযোগ্য কিংবা হেয় জ্ঞান করে। এই হামবড়া ভাব কখনও তাকে ভক্তি আচরণে উদ্বুদ্ধ করে না। বরং, তাকে বিপরীত দিকে অভক্তি পথে প্রবল বেগে ঠেলে দেয়। আমাদের সমাজে নিজেকে বড় জ্ঞানী, যুক্তিবাদী, যথার্থ ব্যক্তি বলে মনে করে, এরকম কুলাঙ্গারের অভাব নেই।

৩) **কুসঙ্গ**—নাস্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত, দুর্বিনীত, কুতার্কিক, জড়ধী, অধম পড়ুয়া, নেশামোদী, মাংসখেকো, চর্মভোগী, ইন্দ্রিয় তর্পণপরায়ণ ইত্যাদি বহুরকমের দুরাচারী সঙ্গের প্রভাবে পড়ে গেলে সে কোনদিন মনুষ্য জন্মের তাৎপর্য বুঝতেই পারবে না। অধিকন্তু, তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনটাকেই সভ্য বা ভদ্র জীবন বলে জাহির করতে থাকবে।

এখন, আপনার প্রশ্ন হলো, মানুষ জন্মের তাৎপর্য ওরা কখন বুঝবে ? উত্তর হলো, জড় জাগতিক দিক থেকে যখন প্রচণ্ড আঘাত পাবে, কিংবা সব দিক থেকে হতাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, তখন এই প্রাণ গেল তো গেলই। কিন্তু, বেঁচে থাকলে চিন্তা করবে এই জীবনটা কি, কেন, কোন্‌ভাবে আমার চলা উচিত ইত্যাদি। আমরা স্কুল-কলেজেই পড়েছিলাম 'দুঃখ যন্ত্রণা থেকেই জীবন জিজ্ঞাসা শুরু হয়। তার আগে হয় না।'

**প্রশ্ন ২। 'নির্বন্ধ' করে হরিনাম করা বলতে কি বোঝায় ?**

**উত্তরঃ** শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (মধ্য ১৩।৭৬-৭৭) বলা হয়েছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রামরাম হরে হরে।।
প্রভু বলে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ।।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, আমি যে এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বললাম, এই ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত মহামন্ত্রটি তোমরা সবাই নির্বন্ধ করে জপ করো।

'নির্বন্ধ' শব্দটির তিনটি অর্থ রয়েছে। যথা— ১) বিধান বা নিয়ম, ২) জিদ বা আগ্রহ এবং ৩) সংযোগ বা পূর্ণরূপে যুক্ত থাকা। 'নির্বন্ধ'-শব্দে বিধিমতে সংখ্যা-নাম গ্রহণকেই বোঝায়। জপ মালাতে সংখ্যা রেখে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হয়।

শ্রীহরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

সাধুসঙ্গ, সুনির্জন, নিজদৃঢ় ভাব।
এই তিন বলে লাভ মহিমা স্বভাব।।

যিনি নাম সাধনে ফল লাভ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁর তিনটি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকা দরকার। তা হলো ১) সাধুসঙ্গ বা কৃষ্ণভক্তি উন্মুখ ব্যক্তির সঙ্গে হরিনাম, ২) সুনির্জন, যে স্থানে হৈ চৈ চীৎকার নেই এমন পরিবেশ, ৩) নিজ দৃঢ় ভাব বা হরিনাম করার প্রতি সুদৃঢ় মনোভাব। একেই নির্বন্ধ বলা হয়।

প্রশ্নোত্তরে - **সনাতন গোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

# আধ্যাত্মিকতা কেমন করে সক্রিয়ভাবে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করতে পারে ?

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

করোনা ভাইরাস, একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছোট্ট ভাইরাস যা আমরা চোখে দেখতে সক্ষম নই। সে আজ সমগ্র বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এই ভাইরাসটি সমগ্র বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ হরণ করেছে। কোটি কোটি মানুষ এর দ্বারা সংক্রামিত হয়েছে এবং বাঁচার জন্য প্রাণপণ লড়াই করছে। যেহেতু এই ভাইরাসটি মানুষ থেকে মানুষে সংক্রামিত হচ্ছে, তাই প্রত্যেকেই নিজেদেরকে অরক্ষিত মনে করছে। প্রত্যেকেই আতঙ্কের সঙ্গে জীবন যাপন করছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী তাঁর জাতীর উদ্দেশ্যে ভাষণকালে এটি প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকেও ভয়ঙ্কর বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে এই প্রাণঘাতী ভাইরাস থেকে উদ্ধার পাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমরা তাঁদের সফলতার প্রতি আশাবাদী।

বর্তমানে আমরা যেহেতু এই প্রাণঘাতী ভাইরাস থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করছি, তাই নিজেদেরকে এটি প্রশ্ন করার উপযুক্ত সময় যে, কেন সমগ্র মানবজাতীর উপর এই বিপর্যয় নেমে এলো।

**এই ভাইরাসের উৎপত্তি কিভাবে হলো ?**

এই ভাইরাস চীনের উহান প্রদেশের প্রাণীবাজার এবং সামুদ্রিক খাদ্য থেকে বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে এটি সর্বজন বিদিত যে, বাদুড় হচ্ছে এই ভাইরাসের বাহক। হয় তারা সরাসরি মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়েছে অথবা কোন অন্তঃবর্তী মাধ্যমের দ্বারা সংক্রামিত হয়েছে। যদিও এখনো পর্যন্ত এর উৎস সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু গবেষকগণ একটি বিষয়ে একমত যে, এই ভাইরাসের উৎস হচ্ছে মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রজাতি।

এটি মানুষের মধ্যে সংক্রমণের কারণ হচ্ছে যে, কেউ এই ভাইরাস বহনকারী প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করেছে।

**আমাদের কি ভক্ষণ করা উচিত নয় ?**

প্রাণীর মাংস ভক্ষণ বা তাদের রক্ত পান করা মানুষের জন্য অনুমোদিত নয়। কিন্তু বিশেষ করে চীন দেশে একটি ধারণা প্রচলিত যে, মোটর গাড়ী ছাড়া মাটিতে চলমান যা কিছু আপনি ভক্ষণ করতে পারেন, উড়ো জাহাজ ছাড়া আকাশে

বিচরণশীল যা কিছু আপনি ভক্ষণ করতে পারেন এবং সমুদ্রে জাহাজ ছাড়া আর যা কিছু বিচরণশীল আপনি ভক্ষণ করতে পারেন। শুধু চীনকেই কেন দোষারোপ করা হচ্ছে, বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষ আজ এই খাদ্যাভ্যাস তৈরী করে ফেলেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষও এর বাইরে নেই। তারা শুধু প্রাণীদের মাংস ভক্ষণ করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা তাদের রক্তও পান করছে। আর বিস্ময়কর ভাবে আমরা আমাদের মানুষ বলছি আর তাদেরকে বলছি পশু।

বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, ম্যাড কাউ ব্যাধি এবং বর্তমানে করোনা ভাইরাস সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ হরণ করছে। তার একমাত্র কারণ হলো মানুষের পশুমাংস ভক্ষণ।

আমরা কি কখনো এরকম পটেটো ফ্লু, বেগুন ফ্লু, টমেটো ফ্লু, দুধ ফ্লু, দই ফ্লু, পনীর ফ্লু অথবা ম্যাড ফুলকপি ব্যাধি, ম্যাড পালংশাক ব্যাধির কথা পড়েছি?

আমাদের জন্য পশু হত্যা ও তার মাংস ভক্ষণ বা তার রক্ত পান অনুমোদিত নয়। আমাদের জন্য খাদ্যশস্য, ফলমূল, শাক সবজী এবং দুধ অনুমোদিত। মানুষের দন্ত বিন্যাস এবং পাচনতন্ত্র নিরামিষ খাদ্যাভ্যাসের উপযোগী করে পরিকল্পিত, আমিষাশীর মতো নয়।

**কেন আমাদের খাদ্য ভগবানকে নিবেদন করা উচিত?**

প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র সর্বদাই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথাই চিন্তা করে নির্দেশ দেয় যে, নিরামিষ খাদ্যসামগ্রী প্রথমে ভগবানকে নিবেদন করা উচিত এবং পরে তা প্রসাদ হিসাবে ভোজন করা উচিত। (গীতা ৯।২৭)

ভগবান খাদ্যসামগ্রী বিশুদ্ধ করেছেন এবং আমরা যখন সেই বিশুদ্ধ খাদ্যবস্তু ভোজন করি তখন আমরা সুস্থ থাকি। একটি সুস্থ শরীর সাধারণত ব্যাধিমুক্ত থাকে।

কিন্তু আমরা যখন প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করি, তখন প্রকৃতি প্রতিক্রিয়া করে। আমরা যদি প্রকৃতির অপব্যবহার করি তাহলে আমাদেরকেও ফল স্বরূপ দুর্দশা ভোগ করতে হবে।

আমরা যদি পশুমাংস ভক্ষণ করি তাহলে আমাদেরকে ও পশুর মতো খাঁচাতে জীবন যাপন করতে হবে। অনেক মাস যাবৎ এই লকডাউন চলাকালীন আমরা সকলেই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমাদের বাইরে আসার অনুমতি ছিল না। শাস্ত্র বলে, যদি আমরা পশু হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করি তাহলে আমরা আমাদের পরবর্তী জীবনে একটি পশু দেহ লাভ করবো।

আমরা যদি পশুমাংস ভক্ষণ করি তাহলে আমাদেরকেও পশুর মতো খাঁচাতে জীবন যাপন করতে হবে। অনেক মাস যাবৎ এই লকডাউন চলাকালীন আমরা সকলেই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমাদের বাইরে আসার অনুমতি ছিল না। শাস্ত্র বলে, যদি আমরা পশু হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করি তাহলে আমরা আমাদের পরবর্তী জীবনে একটি পশু দেহ লাভ করবো।

ভগবান করুণা করে আমাদের মনুষ্য জীবন দান করেছেন। তাই আমরা কেন শাস্ত্র বিহিত জীবন যাপন করবো না?

**যখন আমরা ভগবানের নিয়ম ভঙ্গ করি তখন দুর্দশাগ্রস্ত হই।**

শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদা সতর্ক করেছেন যে আমরা যদি প্রকৃতিকে নির্যাতন করি, তাহলে আমাদের অবশ্যই দুর্দশা ভোগ করতে হবে। তিনি একটি কথোপকথনে বলেছেন—''আমরা যদি আমাদের খেয়াল খুশী মতো আচরণ করি তবে তার প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। এখানে ভগবানের নির্দেশিত প্রকৃতির আইন বর্তমান। কেউ কোন অবস্থায় দুর্দশাগ্রস্ত, আর কেউ আনন্দ উপভোগ করছে, এটি মোটেই ভগবান দ্বারা সৃষ্ট বা নির্ধারিত নয়। যেহেতু এই জড়

পৃথিবী পূর্ণরূপে কলুষিত এবং তাই সেখান থেকে আমরা কোনমতে কলুষিত হয়ে দুর্দশা ভোগ করছি। তোমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, আর তা না হলে তোমাকে দুর্দশা ভোগ করতে হবে।"—কথোপকথন ১৯শে মার্চ, ১৯৭৬, শ্রীধাম মায়াপুর।

যেহেতু আমরা এই অতিমারী থেকে আমাদের সুরক্ষিত করতে চাইছি, তাই এটি উপযুক্ত সময় যখন আমরা এর গভীরে গিয়ে এটির অন্তঃদর্শনটি সম্বন্ধে অনুধাবন করে এর দুর্দশার কারণটি জানার, সেই মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে ভবিষ্যতে পুনরায় দুর্দশাগ্রস্ত না হতে হয়।

**আমরা কিভাবে দুর্দশা থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারি ?**

আমরা ক্লেশ প্রাপ্ত হই, ভগবান এটি চান না। তিনি চান কিভাবে আমরা এই জগতে সুখে জীবন যাপন করতে পারবো এবং কিভাবে আমাদের ক্লেশ হ্রাস করবো। বৈদিক শাস্ত্র বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে যে, কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত, কিভাবে নয়, কোন্‌টি ভক্ষণ করা উচিত, কোন্‌টি নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ৭/১৫/২৪ এর তাৎপর্যে লিখেছেন, ''মানুষের কর্তব্য এমনভাবে আহার করা যাতে অন্য জীবদের দুঃখ ও বেদনা না হয়। কেউ আমাকে আঘাত করলে অথবা হত্যা করলে যেহেতু আমার কষ্ট হয়, তাই আমারও কর্তব্য অন্য জীবেদের আঘাত না দেওয়া অথবা হত্যা না করা। মানুষ জানে না যে, অসহায় প্রাণীদের হত্যা করার ফলে জড়া প্রকৃতির নিয়মে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাদের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। যে সমস্ত দেশে মানুষেরা অকারণে পশুহত্যা করছে, তাদের জড়া প্রকৃতির নিয়মে যুদ্ধ বিগ্রহ মহামারী আদির প্রভাবে দুঃখ ভোগ করতেই হবে। তাই নিজের কষ্টের সঙ্গে অন্য জীবদের কষ্টের তুলনা করে সমস্ত জীবদের প্রতি দয়ালু হওয়া মানুষের কর্তব্য। দেব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখকে এড়ানো যায় না। তাই সেই প্রকার দুঃখ যখন আসে, তখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন হওয়া উচিত।"

তাই আমরা যদি ক্লেশ থেকে নিস্তার পেতে চাই, তাহলে আমাদের নিজেদেরকে আমাদের মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, এবং পরমপুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত হতে হবে যিনিই একমাত্র আমাদের পরম হিতৈষী।

যখন রাজা পরীক্ষিৎ তাঁর জীবনে চরম প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তিনি মুহূর্তকাল সময় নষ্ট না করে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ হতে শ্রীমদ্ভাগবতের শাশ্বত শিক্ষা শ্রবণ করে জীবনের শেষের দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন।

**কৃষ্ণ আমাদের সকল ক্লেশ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।**

কৃষ্ণ আমাদের পরম পিতা। তিনি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং পালন কর্তা। তিনিই আমাদের একমাত্র পরম হিতৈষী এবং পরিত্রাতা। আমরা তখনই ক্লেশ প্রাপ্ত হই যখন আমরা তাঁর নিয়ম ভঙ্গ করি। কিন্তু যদি আমরা তাঁর শরণাগত হয়ে জীবনযাপন করি, তাহলে আমরা সকল প্রকার ক্লেশ থেকে মুক্ত থাকতে পারবো।

প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি আমরা তাঁর শরণাগত হই, তা হলে তিনি সকল প্রকার ক্লেশ থেকে আমাদের রক্ষা করবেন। ''সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবো। তুমি শোক করো না।" (গীতা ১৮/৬৬)। সুতরাং আমরা যদি ঐকান্তিকভাবে আধ্যাত্মিকতা অভ্যাস করি তাহলে করোনা ভাইরাসের মতো অতিমারী আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না।

যেমন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমাদেরকে ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধুতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে। অনুরূপভাবে আমাদের হৃদয় নির্মল করা উচিত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে এই কলুষিত জগতের থেকে আমাদের চেতনাকে কলুষমুক্ত করা উচিত। তাহলে পরম করুণাময় ঈশ্বর আমাদের, আমাদের পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন এবং সমগ্র বিশ্বকে অবশ্যই রক্ষা করবেন।

# বাসন্তি বেগুন

**উপকরণ ঃ** বড় সাইজের বেগুন ২টি। কালো জিরা ১ চা-চামচ। আমূলের টক দই ১০০ গ্রাম। নারকেল কুরে বাটা ১ কাপ। কাঁচালংকা ৫টি। কালো সরষে বাটা ২ চা-চামচ। চিনি ২ চা-চামচ। ধনেপাতা কুচি ১ কাপ। সরিষার তেল ১০০ গ্রাম।

**রন্ধন প্রণালী ঃ** বেগুন ধুয়ে গোল গোল পিস করে আমান্য করুন। এই পিসগুলি লবণ ও হলুদ মাখিয়ে রাখুন একটা পাত্রে।

কড়াই উনানে বসিয়ে গরম করুন। গরম হলে তেল দিন। ছাঁকা তেলে বেগুন ভেজে তুলে নিন। কড়াইয়ের তেলে কালো জিরা ফোড়ন দিন।

একটা বাটিতে লবণ, হলুদ, জিরাগুঁড়ো, একটু জল দিয়ে গুলিয়ে নিয়ে কড়াইতে ঢেলে দিন। মিশ্রণটি নাড়িয়ে দিয়ে টকদই কড়াইতে দিয়ে দিন। দুই মিনিট পরে নারকেল বাটা দিন। বেশ করে কষিয়ে নিন। চিনি ও ধনেপাতা কুচি দিন।

গ্রেভী রেডি করে নিয়ে তার মধ্যে ভাজা বেগুন দিয়ে হালকা আঁচে দুই-তিন মিনিট ঢাকনা ঢেকে রেখে নামিয়ে নিন।

দুই চা-চামচ সরষের তেল দিয়ে গরম অন্নের সাথে এই বেগুন শ্রীরাধামাধবকে ভোগ নিবেদন করুন।

**—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী**

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

**অষ্টাদশ অধ্যায়**

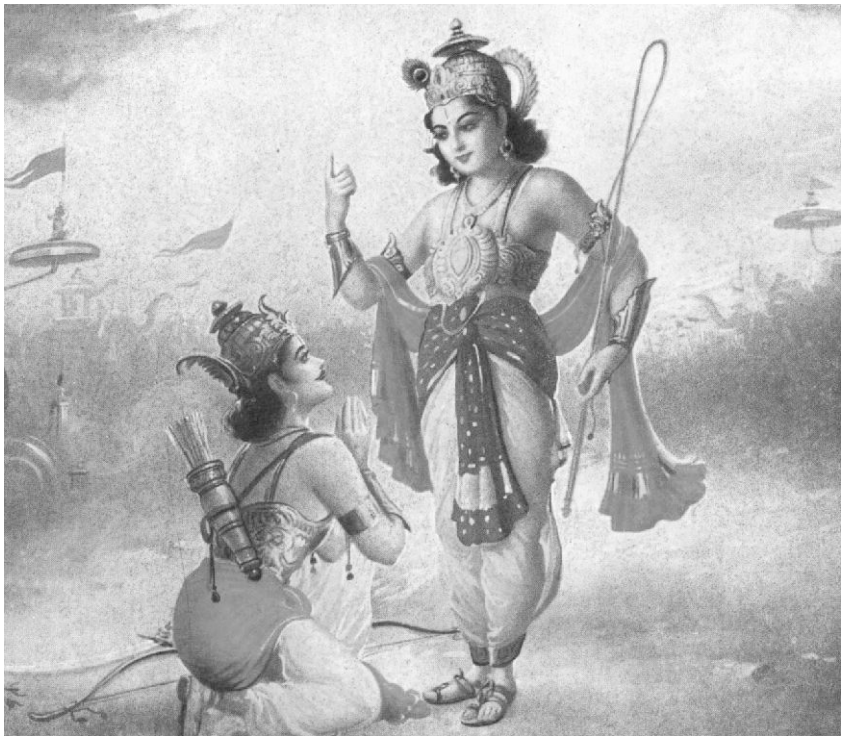

অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম নং শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন প্রকৃত পক্ষে ভগবদ্গীতা সতের অধ্যায়েই সমাপ্ত হয়েছে। এই অধ্যায়টি হচ্ছে পূর্ব অধ্যায়গুলোতে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের পরিপূরক সারাংশ। ভগবদ্গীতার প্রতিটি অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুত্ব সহকারে উপদেশ দিচ্ছেন যে, পরমপুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনই হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য। সেই একই বিষয় বস্তু জ্ঞানের গুহ্যতম পন্থারূপে অষ্টাদশ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণীত হয়েছে। যেমন ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমগ্র গীতার সারবস্তু সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি অষ্টাদশ অধ্যায়েও সমস্ত উপদেশের সারমর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে ভক্তিযোগের গুরুত্ব আরোপ করে ৬/৪৭–যোগিনামপি সর্বেষাম্ ... সমস্ত যোগীদের মধ্য যিনি সর্বদাই তাঁর অন্তরে আমাকে চিন্তা করেন; তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। পরবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে শুদ্ধ ভক্তি, তার প্রকৃতি এবং অনুশীলনের বর্ণনা করা হয়েছে। শেষ ছয়টি অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, জড়া প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ, অপ্রাকৃত প্রকৃতি ও ভগবৎ সেবার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, জীবের পরম লক্ষ্য হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর সার বিষয়বস্তু শেষে আবার আলোচনা করেছেন।

১—১২নং প্রথম ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারাংশ কর্মষটক।
১৩—১৮নং ত্রয়োদশ–সপ্তদশ অধ্যায়ের সারাংশ জ্ঞানষটক।
১৯—৪০নং গুণই কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।
৪১—৪৯নং গুণমুক্ত হওয়ার উপায়।
৫০—৫৫নং নিস্কাম কর্মের মাধ্যমে মুক্তি । ও ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হওয়া।
৫৬—৬০নং শুদ্ধ ভক্তিযোগের স্তরে কার্য সম্পাদন।
৬১—৬৩নং গুহ্যতর জ্ঞান।
৬৪—৬৬নং গুহ্যতম জ্ঞান।
৬৭—৭১নং ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন ও প্রচার।
৭২—৭৩নং অর্জুন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন।
৭৪—৭৮নং সঞ্জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

১নং শ্লোকে অর্জুন সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক পৃথক ভাবে জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং ভগবানকে তিনটি শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন—

১) মহাবাহো—যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বান্তর্যামী এবং সমস্ত দোষ বিনাশকারী।

২) হৃষীকেশ—যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। যিনি আমাদের মানসিক শান্তি লাভের জন্য সব সময় সাহায্য করেন। অর্জুন তাঁকে অনুরোধ করেছেন, সব কিছুর সারমর্ম এমনভাবে বর্ণনা করতে যাতে তিনি তাঁর মনের সাম্যভাব বজায় রেখে অবিচলিত চিত্ত হতে পারেন। তবুও তাঁর মনে সন্দেহ রয়েছে এবং এই সন্দেহকে অসুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন স্বয়ং তিনি—তাই শ্রীকৃষ্ণকে ৩) 'কেশিনিসূদন' বলে সম্বোধন করেছেন। কেশী ছিলেন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ অসুর, শ্রীকৃষ্ণ তাকে অতি

সহজে হত্যা করেছিলেন। এখন অর্জুন প্রত্যাশা করছেন যে, তাঁর মনের সন্দেহরূপী অসুরটিকেও যেন শ্রীকৃষ্ণ অতিসহজে নাশ করেন।

২নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর প্রদান করেছেন। কাম্যকর্মসমূহের (স্ত্রী, পুত্র, ধন ও স্বর্গ সুখ বা রোগ মুক্তির হওয়ার জন্য শাস্ত্রে যে সব শুভ কর্মের বিধান আছে) ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে জানেন পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আর বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সমস্ত কর্মফল ত্যাগকে ত্যাগ বলে জানেন।

৩—৫নং শ্লোকে ভগবান সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ এই সকল কর্ম মনীষীদের পর্যন্ত পবিত্র করেন।

৬নং—যজ্ঞ, দান ও তপস্যা যদি পারমার্থিকস্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করে তা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়।

৭নং—৯নং শ্লোকে তিন প্রকার ত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

১০নং শ্লোকে প্রকৃত ত্যাগীর সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন এবং ১১নং শ্লোকে সারবস্তু দিয়েছেন কর্মের ফল ত্যাগ করাই বাস্তবিক ত্যাগ।

১২নং শ্লোকে কর্ম করলেই ভাল-মন্দ ফল পেতেই হয় কিন্তু যারা ফলের আশা করে তাদের তিন ধরনের ফল পরলোকে ভোগ করতে হয়। ১) অনিষ্ট—নরক দুঃখ ২) ইষ্ট—স্বর্গসুখ ও ৩) মিশ্র—মনুষ্যজন্ম লাভ করে যে সুখ ও দুঃখ কিন্তু সন্ন্যাসীদের ফল ভোগ করতে হয় না। ১৩নং ও ১৪নং শ্লোকে কর্মফল থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টি আরো ভালোভাবে বোঝাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এখানে বেদান্ত সূত্রের উল্লেখ করেছেন। ভালো-মন্দ যে কোন কার্য সম্পাদন করতে গেলে পাঁচটি কারণ থাকবে।

১। অধিষ্ঠান—কর্মের স্থান অর্থাৎ একটি দেহ

২। কর্তা—মিথ্যা অহংকারজাত চেতনা

৩। করণ—ইন্দ্রিয় সমূহ

৪। বিবিধ প্রচেষ্টা। এই চারটি কারণ—জড় জাগতিক

৫। 'দৈব'—পরমাত্মা (আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ নির্ভর করে পরমাত্মার ইচ্ছার উপর।)

১৫নং ও ১৬নং শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে শরীর মন ও বাক্যর মাধ্যমে ও আমরা যে কর্ম করি ভালো হোক বা মন্দ হোক তার পাঁচটি কারণ বিদ্যমান কিন্তু যে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে সে বুঝতে পারে না এই তত্ত্বটি। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বুঝতে সুবিধে হবে । যেমন মনে করুন, আমার পিঠে একটা মশা কামড়াচ্ছে তা হলে আমার শরীর প্রয়োজন ১) অধিষ্ঠান,২) করণ ইন্দ্রিয়সমূহ। মশাটা কামড়াচ্ছে পিঠে অর্থাৎ ত্বকে—কি করে জানতে পারলাম—ত্বক ইন্দ্রিয় অন্তঃইন্দ্রিয় মনকে জানিয়ে দিল। মন বুদ্ধির মাধ্যমে ৩) 'দৈব' পরমাত্মারূপী ভগবানকে জানালো—আমি মশাকে মারবো (ক্ষুদ্রস্বাধীনতা ভগবান জীবকে দিয়েছেন) ৪) 'কর্তা' হিসেবে—ভগবান যেহেতু জীবের সুহৃদ তাই—জীবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করে অনুমতি দিল—তখন জীব 'কর্তা' হিসেবে মশাটাকে মারার জন্য 'বিবিধ প্রচেষ্টা' করলো। বাম হাতটাকে ঘুরিয়ে পিঠে মারলো আর মশাটা মারা গেল।

১৭নং শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদ একটা উপমা দিয়েছেন, কোনও সেনা প্রধান সেনাধ্যক্ষের নির্দেশ শত্রুসেনাকে হত্যা করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না। ভগবান এখানে বলতে চাইছেন আমার নির্দেশে যুদ্ধ করলে পাপ হবে না।

১৮নং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনের অনুপ্রেরণায় আমাদের সমস্ত কাজ কর্ম সাধিত হয়।

কোন বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ যিনি করেন তিনি হলেন পরিজ্ঞাতা। আর যে বৃত্তির সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করা হয় তাকে বলা হয় জ্ঞান । আর যিনি বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করেন, তাঁকে বলা হয় জ্ঞেয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ১০নং—৪০নং শ্লোকে গুণই কিভাবে কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিন প্রকার জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ।

৪০নং শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছেন এ জগতে মানুষ এবং স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি প্রকৃতির এই তিন গুণ থেকে মুক্ত।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যদি সমস্ত জীব গুণের দ্বারা বদ্ধ হয়ে থাকে, তা হলে গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কি? সেই প্রশ্নের উত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে উল্লেখ করবেন—বর্ণাশ্রম ধর্মের মাধ্যমে নিজনিজ গুণের নির্ধারিত কর্মের মাধ্যমে, ভগবৎ সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা।

৪১নং—৪৪নং শ্লোকে চার বর্ণের স্বভাবজাত গুণ সমূহ ১) ব্রাহ্মণের নয়টি গুণ, ২) ক্ষত্রিয়ের সাতটি গুণ, ৩) বৈশ্যের তিনটি গুণ, ৪) শূদ্রের একটি গুণ—পরিচর্যাত্মক।

৪৫নং ও ৪৬নং শ্লোকে উল্লেখ আছে স্বধর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করতে পারে ৪৬নং শ্লোকে কিভাবে কতর্ব্য পালন করতে হবে।

এই শ্লোকের তাৎপর্যে শেষে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে কোন ব্যক্তি তাঁর স্বভাবজাত কর্মে নিযুক্ত থাকুক না কেন, যদি তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন, তা হলে তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রশ্ন করেছেন আর যদি কেউ নির্দিষ্ট কোন বর্ণের স্বভাবজাত কর্মের অধিকারী হয়েও অন্য কোন বর্ণের স্বভাবজাত কর্ম করতে চায়? সে সম্বন্ধে ভগবান ৪৭নং শ্লোকে কিছু বলবেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন যেমন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হিংসার আশ্রয় নিয়ে শত্রুকে হত্যা করা, ছলনা ও মিথ্যা কথা বলা এইগুলো থাকবে। ব্যবসায়ীকে মিথ্যা কথা বলতে হয়, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ সম্পাদন করতে গেলে পশু বলি দেওয়ার নির্দেশ আছে। তাই সিদ্ধান্ত হচ্ছে আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্য হন না কেন আপনি যদি বৃত্তি অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য কর্ম করেন সেটাই উত্তম। তাই ভগবান ৪৮নং শ্লোকে বললেন সহজাত কর্ম দোষযুক্ত হলেও তা ত্যাগ করা উচিত নয় যেমন—ধূমের দ্বারা অগ্নি আবৃত সময় মিথ্যাকথা বলে থাকি তাই গীতা এখন পড়ব না—তার উত্তর ভগবান এই শ্লোকের মাধ্যমে দিয়ে ছিলেন। অর্জুনের প্রশ্ন ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ত্যাগ ও সন্ন্যাসের তত্ত্ব পৃথক পৃথক ভাবে জানতে চান; ভগবান এখানে বিশেষ করে সন্ন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

৪৯নং শ্লোকে তিনটি বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন আসক্ত বুদ্ধি মানে প্রাকৃত বস্তু মাত্রে আসক্তি শূন্য। যাঁর মনে ও বুদ্ধিতে কোথাও কোনো স্পৃহা নেই তিনি হলেন আসক্ত বুদ্ধি। জিতাত্মা—মানে যিনি ইন্দ্রিয়াদি সহ অন্তঃকরণ বশীভূত করেছেন। এবং বিগত স্পৃহ ঃ— যাঁর কোন সাংসারিক বস্তুর বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নেই। এখানে সন্ন্যাসযোগের অধিকারী নিরূপণ করার জন্য এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন, কেউ যদি কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থাকেন তাহলে সহজেই এই গুণগুলি লাভ করতে পারবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৫০নং শ্লোকে তাই উল্লেখ করলেন কর্মফল ত্যাগ করার মাধ্যমে অনায়াসে ব্রহ্ম উপলব্ধির স্তর কিভাবে লাভ করা যায়। যিনি ব্রহ্ম উপলব্ধির স্তর লাভ করেছেন তার লক্ষণগুলি কি কি ৫১নং শ্লোকে এবং ৫৩নং শ্লোকে ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন।

১। মনকে ধৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে, ২। বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা, ৩। শব্দ আদি ইন্দ্রিয়-সমূহ পরিত্যাগ করেন। ৪। রাগ ও দ্বেষ বর্জন করেন, ৫। নির্জন স্থানে বাস করেন, ৬। স্বল্প আহার করেন, দেহ, মন ও বাক্য সংযত করেন, ৭। সর্বদা ধ্যান যোগে যুক্ত হয়ে বৈরাগ্য আশ্রয় করে, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, মমত্ব বোধশূন্য, ৮। সর্বদা শান্ত ও নিরাসক্ত হয়ে ব্রহ্ম অনুভবে সমর্থ হন।

**ভগবান বলতে চাইছেন, অর্জুনের উচিত যে পূর্বে যে সমস্ত ধর্মের কথা (যেমন—নানা রকম জ্ঞানের কথা, পরমাত্মার জ্ঞানের কথা, বিভিন্ন বর্ণ, আশ্রম, মন ইন্দ্রিয়াদি দমন ও ধ্যান আদির কথা) শ্রবণ করেছে তা সবই পরিত্যাগ করে তাঁর চরণে শরণ নিতে। ভগবান কথা দিয়েছেন কেউ যদি, যে কোন কারণে তাঁর শ্রীচরণপদ্মে শরণ নেয় তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন**

৫৪নং শ্লোকে ব্রহ্মভূত স্তর উল্লেখ করেছেন ভগবান। ১। সম্পূর্ণ প্রসন্ন চিত্ত, ২। কোন কিছুর জন্য কখনও শোক অথবা আকাঙ্ক্ষা করেন না, ৩। সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হন।

৫৫নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন কিভাবে তাঁর ধামে প্রবেশ করা যায়। শুদ্ধ ভক্তিই তার একমাত্র উপায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু 'ভক্তি ছাড়া ভগবানকে লাভ করা যায় না' সে কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ২৩।৪২—৪৫নং শ্লোকে। এক সময় এক দুগ্ধপানকারী সদাচারী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়ীতে রাত্রিকালে মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করতে এসেছেন। 'মহাপ্রভু আনন্দ পাচ্ছেন না সে কথা শ্রীবাস ঠাকুরকে জানানো মাত্রই শ্রীবাস ঠাকুর বললেন, ''হে প্রভু! আজ এক দুধপানকারী সদাচারী ব্রাহ্মণ এসেছেন।'' মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, —

''দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
পয়ঃ পানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়।
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেই মোর মুঞি তা'র জানিহ নিশ্চয়।''
চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪২-৪৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কর্মের মাধ্যমে উন্নতি লাভের কথা বলেছেন এবং ইতিমধ্যে তিনি জ্ঞানযোগীরা কিভাবে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এখন পরবর্তী এগারটি (৫৬—৬৬নং) শ্লোকে ভগবান কথা দিয়েছেন, সমস্ত কর্মফল থেকে আমি স্বয়ং আমার ভক্তকে রক্ষা করি এবং সরাসরি আমার ধামে নিয়ে যাই। ভগবান শুধুমাত্র এখানে ঘোষণা করেছেন তাই নয় ৮/১৪, ৯/৩০-৩১ এবং ১২/৭নং শ্লোকেও। ৫৭নং শ্লোকে ভগবান তাই বলেছেন । ভক্তকে লক্ষ্য করে তাই আমার আশ্রয় বা সুরক্ষার ওপর পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর। আর ৫৮নং শ্লোকে বললেন, যদি তুমি আমার উপর নির্ভরশীল হয়ে চল তা হলে আমার কৃপায় সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পারবে আর যদি অহংকারবশত আমার কথা না শোন তা হলে বিনষ্ট হবে এবং জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। ৫৯নং শ্লোকে ভগবান জানিয়ে দিলেন, যদি তুমি অহংকারের বশবর্তী হয়ে 'যুদ্ধ করব না' এরূপ মনে কর, তা

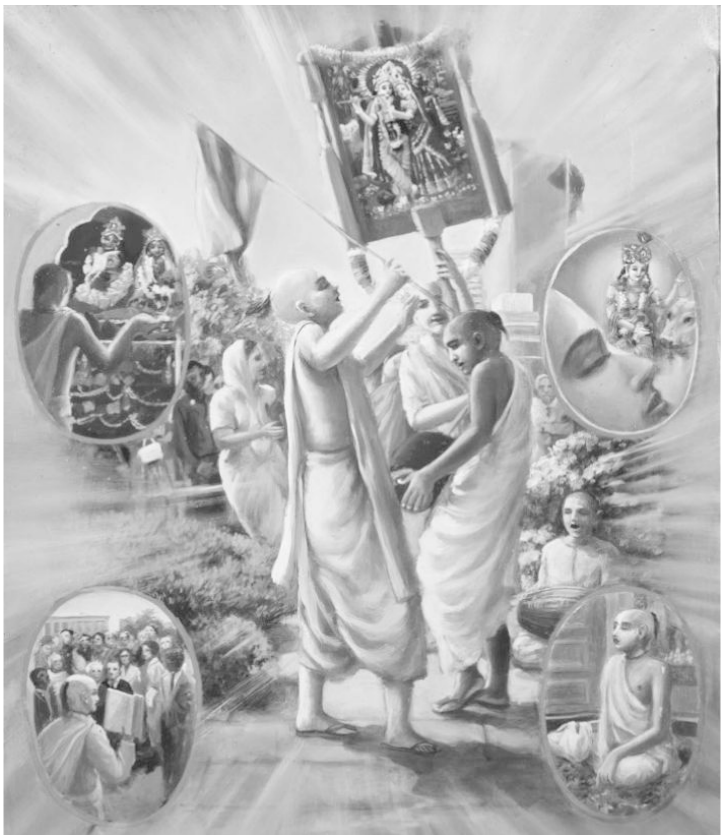

হলে তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে। ৬০নং শ্লোকে ভগবান বললেন, যুদ্ধ করাই তোমার কর্তব্য কিন্তু তুমি যদি মোহবশত আমার কথা না শোন, তা হলে পুতুলের মতো স্বভাবের বশ হয়ে তা করতে বাধ্য হবে। ভগবান এইবার গুহ্যতর জ্ঞান বলবেন ৬১—৬৩নং শ্লোকে মূলত কে মায়াকে পরিচালনা করে প্রত্যেক বদ্ধ জীবকে সংসার রূপ জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত করাচ্ছেন? হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করাই তাই (৬২নং) আমার শরণাগত হও সর্বতোভাবে। ৬৩নং শ্লোকে 'বিমৃশ্যৈতদশেষেন' 'সম্পূর্ণভাবে বিচার বিবেচনা কর।' ভগবান অধিকার প্রদান করছেন, ভগবান জীবের ক্ষুদ্র স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। স্বাধীনতাটা কি? জীব যেহেতু ভগবানের তটস্থা শক্তি, তাই জীব মনে করলে ভগবানের চরণে শরণাগত হতে পারে, আর নাও হতে পারে, এটাই স্বাধীনতা। তাই ভগবান স্পষ্টভাবে অর্জুনকে জানিয়ে দিলেন, ''হে অর্জুন তুমি যুদ্ধ করতেও পার; নাও করতে পার—এটা তোমার বিচার্য বিষয়। ভগবান সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা এবং সর্বজ্ঞ। তবুও অর্জুনের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করলেন না। কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন, আমি যখন অন্যায় করি তখন কেন ভগবান হাত ধরে সুমতি দেন না—এই শ্লোকেই তার উত্তর দিয়েছেন ভগবান। ভগবান এরপর গুহ্যতম জ্ঞান প্রদান করলেন ৬৪নং-৬৬নং শ্লোকে। ৬৪নং শ্লোকে বললেন, তুমি আমার অতিশয় প্রিয় সেই হেতু তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি—তুমি আমায় তোমার মন দাও, ভক্ত হও, পূজা কর আর আমায় নমস্কার কর। (৬৫নং) গীতার সার ব্যাখ্যা করলেন এবং ৬৬নং শ্লোককেও গীতার সার বলা হয় কারণ ভগবান বলতে চাইছেন অর্জুনের উচিত যে, পূর্বে যে সমস্ত ধর্মের কথা (যেমন—নানা রকম জ্ঞানের কথা, পরমাত্মার জ্ঞানের কথা, বিভিন্ন বর্ণ, আশ্রম, মন ইন্দ্রিয়াদি দমন ও ধ্যান আদির কথা) শ্রবণ করেছে তা সবই পরিত্যাগ করে তাঁর চরণে শরণ নিতে। ভগবান কথা দিয়েছেন কেউ যদি, যে কোন কারণে তাঁর শ্রীচরণপদ্মে শরণ নেয় তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, ''যে তু অন্তগতং পাপং (৭।২৮ গীঃ) যিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন তিনি. নিষ্ঠার সঙ্গে ভজনা করেন। ভগবান আরো সহজ করে বলেছিলেন যে কেউ তাঁর চরণে শরণ নেবে তাঁকে ভগবান সুরক্ষা প্রদান করবেন। কোনো সন্দেহ নেই 'মাঃ শুচঃ' ৬৭-৬৯নং শ্লোকে ভগবদ্ গীতার জ্ঞান কোথায় প্রচার করবেন এবং প্রচার করলে কি লাভ হবে, ভগবান তা খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ৭০নং শ্লোকে ভগবান বলেছেন 'যে ব্যক্তি আমাদের এই পবিত্র কথোপকথন অধ্যয়ন করেন, তার সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হই। গীতা পাঠ করার ফল ভগবান খুব সুন্দর ভাবে উল্লেখ করেছেন। ৭১নং শ্লোকে যদি কেউ নির্মৎসর হয়ে শ্রদ্ধার সাথে এই জ্ঞান শ্রবণ করেন তিনিও পাপমুক্ত হয়ে সাধু মহাত্মারা যে লোকে অবস্থান করেন সেই লোকে ফিরে যান। ভগবান ৭২নং শ্লোকে একজন যথার্থ গুরুর ভূমিকা পালন করে শিষ্য অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করছেন—অর্জুনের মোহ বিদুরিত হয়েছে কি না? যদি না হয় তিনি পুনরায় বলতে প্রস্তুত ছিলেন। ৭৩নং শ্লোকে অর্জুন উত্তর দিলেন, আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে। ৭৪ নং-৭৮নং শ্লোকে সঞ্জয়ের উপলব্ধি ও ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করে শেষ শ্লোকে বললেন-

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।

যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই নিশ্চিভাবে শ্রী, বিজয়, অসাধারণ শক্তি ও নীতি বর্তমান থাকে। সেটিই আমার অভিমত।

যাঁরা গীতার প্রতিটি অধ্যায় পড়েছেন তাঁরা বার বার অধ্যায়গুলি পড়ুন ও শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য পড়ুন তা হলে বুঝতে আরো সুবিধে হবে।

# নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

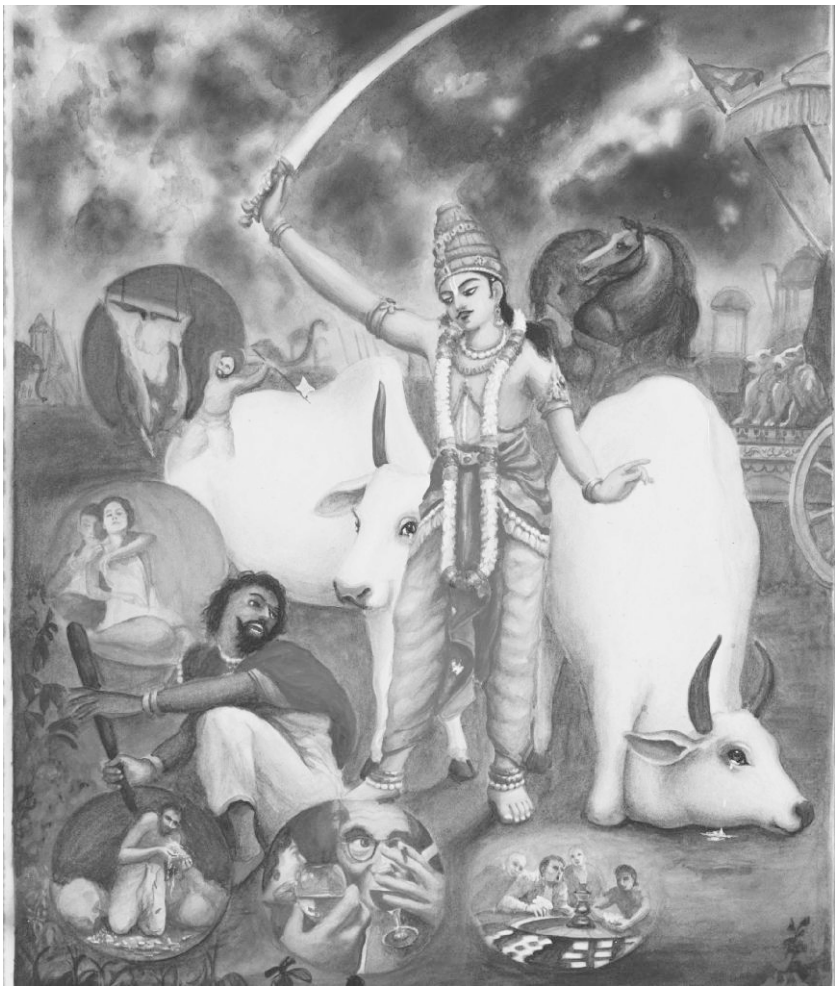

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৩৩ নম্বর শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।।

জ্ঞানবান ব্যক্তিও তাঁর স্বভাব অনুসারে কার্য করেন, কারণ প্রত্যেকেই ত্রিগুণজাত তাঁর স্বীয় স্বভাবকে অনুগমন করেন। সুতরাং নিগ্রহ করে কি লাভ হবে?

'নিগ্রহ' মানে জোর করে, কৃত্রিম উপায়ে দমন করা, চাপাচাপি করে রাতারাতি স্বভাবের পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। অর্থাৎ ভগবান বলতে চাইছেন, চাপাচাপি বা জোর জবরদস্তি করে কোনও লাভ হবে না।

মনে করুন একজন মদখোর বিগত ত্রিশ বছর ধরে মদ খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এই অভ্যাসকেই আমরা বলি স্বভাব। এখন কেউ যদি সেই মদখোরকে প্রতিদিন লাঠি পেটা করে, তাহলে কি সে মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে? ভয়ে ভয়ে যদি ছেড়েও দেয়। তার মনের মধ্যে অবিরাম মদ খাওয়ার তীব্র পিপাসা জেগেই থাকবে এবং সুযোগ পেলেই সে মদ খাবে। এবার বুঝুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতো প্র্যাকটিকেল! তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে জোর জবরদস্তি করে স্বভাবের পরিবর্তন হয় না।

তবে স্বভাব যদি ভালো হয়, তাহলে তা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু কলিযুগের অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হচ্ছে মন্দ।

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য
কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো
মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ।।
(ভাগবত ১/১/১০)

কলিযুগের প্রায় বেশীর ভাগ মানুষের আয়ু অল্প। তারা খুব অলস এবং অত্যন্ত দুষ্টমতি। তারা সর্বদাই নানা প্রকার মন্দ ভাগ্যের দ্বারা উপদ্রুত। মানুষের স্বভাব মন্দ বলেই আয়ু দ্রুত কমে যায়। স্বভাব মন্দ হলেই শরীরে স্ট্যামিনা কমে যায় এবং এর ফলে কলিযুগের অধিকাংশ মানুষ অলস। কৃষি গোরক্ষার কাজ অধিকাংশ মানুষই করতে চায় না। কেউ যদি খাদ্য উৎপাদন না করে, তাহলে টাকা পয়সা দিলেও সুখাদ্য জুটবে না। আজকাল তাই মানুষ নকল দুধ, নকল ঘি এবং স্বাদবিহীন হাইব্রীড খাদ্য খেতে বাধ্য হচ্ছে।

অন্যদিকে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। মানুষ দিন দিন পশুর থেকেও বেশী দুষ্টমতি হয়ে যাচ্ছে। দাঙ্গা হাঙ্গামা, দুরারোগ্য ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি মন্দভাগ্যের উপদ্রব মানুষকে হামেশাই ভোগ করতে হচ্ছে।

এই সমস্ত নেতিবাচক অবস্থার পেছনে রয়েছে মানুষের মন্দ স্বভাব। নেশাখোর, অতিকামুক, জুয়াখোর, কুখাদ্য লোলুপ ইত্যাদি অমানুষে সংসার ভরে গেছে। ক্রাইম পেট্রোলের তথ্য অনুসারে মানুষের এই মন্দ স্বভাবই হচ্ছে খুন খারাবি, চুরি ডাকাতি ইত্যাদি সমস্যার মূল কারণ।

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জোর জবরদস্তি করে মানুষের স্বভাব পাল্টানো সম্ভব নয়। পুলিশের লাঠি পেটা অনন্তকাল ধরে চললেও মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন হবে না। তাহলে উপায়।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক। মনে করুন একজন লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলো। এবার যদি কেউ সেই রোগীকে লাঠি পেটা করতে শুরু করে, তবে কি তার ম্যালেরিয়া ভাল হবে? নিশ্চয়ই নয়। ঠিক তেমনি আমাদের মন্দ স্বভাব হচ্ছে একটা রোগের মতো। শাস্ত্রে এই সব মন্দ স্বভাবকে অনর্থ বা ভবরোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জোর জবরদস্তি করে এই ভবরোগ তথা মন্দস্বভাবরূপী অনর্থ কখনই দূরীভূত হবে না। তাহলে সমাধান কী? ঠিক যেমন ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে লাঠিপেটা সঠিক ঔষধ নয়, কুইনাইন হচ্ছে সঠিক ঔষধ, ঠিক তেমনি মন্দ স্বভাবরূপী রোগের যথার্থ ঔষধ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা তথা শ্রবণ কীর্তন রূপ নববিধা ভক্তি। শ্রীল রূপ গোস্বামী জন্ডিস রোগের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। জন্ডিস হলে মিষ্টি জিনিসও খেতে তেতো লাগে। জন্ডিসের সর্বজন বিদিত একটি ঔষধ হচ্ছে তালমিশ্রির মিঠা জল। কিন্তু রোগীর কাছে সেই জল প্রথম দিকে তেতো বলে মনে হয়। তবুও আত্মীয় স্বজনেরা তাকে জোর করে সেই মিঠা জল পান করায়। প্রশ্ন হচ্ছে এটি কি নিগ্রহ নয়?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে যথার্থ ঔষধ গ্রহণকে নিগ্রহ পর্যায়ভুক্ত করেননি। যথার্থ ঔষধ গ্রহণ নিঃসন্দেহে লাঠিপেটার সমতুল্য নয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদ লাজ বন্ধন ন্যায়ের গল্প শুনিয়েছেন। লাজ মানে খৈ। একজন দরিদ্র ব্যক্তি খিদের জ্বালায় একটি স্তম্ভকে আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনও এক দয়ালু ব্যক্তি তাকে কিছু খৈ খেতে দিয়েছিল। খৈগুলি যখন সেই গরীব বেচারীর হাতে তুলে দেওয়া হলো, তিনি তাঁর দুর্বল হাতের মুঠো থেকে সেগুলি আর মুখে তুলে নিয়ে খেতে পারলেন না। সব খৈ মাটিতে পড়ে গেল।

কলিযুগের মানুষের দুরবস্থা এতই করুণ যে, মানুষ যথার্থ ঔষধ যে কৃষ্ণভাবনা, তাও গ্রহণ করতে অক্ষম। এ কথা ঠিক যে, সব সঙ্কটজনক রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। তবে যারা জোর করে নববিধা ভক্তি রূপ ঔষধ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, সাধু গুরু রূপ যথার্থ ডাক্তারের উপদেশ মেনে কৃষ্ণপ্রসাদ রূপ পথ্য, হরিনাম রূপ ঔষধ এবং চারখানা নিয়ম (আমিষ বর্জন, নেশা বর্জন, জুয়া বর্জন এবং অবৈধ যৌন জীবন বর্জন) পালন করতে সক্ষম হবে, সেইসব রোগীরা রোগমুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে উত্তীর্ণ হবে। বিশেষ করে নববিধা ভক্তিরূপ ঔষধ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। ঔষধ গ্রহণকে লাঠিপেটার মতো নিগ্রহ বলে মনে করা উচিত নয়।

# বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

## ভক্তিবেদান্ত গবেষণা কেন্দ্রের বাংলা পাঠ্যক্রম ভক্তদেরকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র মূল ভাষাতে পড়তে সক্ষম করবে

একটি নতুন দশ পর্বের বাংলা শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রারম্ভিক স্তর অনলাইনে হয় জুম অথবা গুগুল ক্লাস রুমের ভক্তিবেদান্ত গবেষণা কেন্দ্র দ্বারা চালু করা হবে। এই পাঠ্যক্রমটি দুসপ্তাহের জন্য ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত সোমবার থেকে শুক্রবার চালু থাকবে।

সমগ্র বিশ্ব থেকে প্রায় পঞ্চাশ জন গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রাথমিক অভ্যাসকারী ভক্ত এতে অংশ গ্রহণ করবে আশা করা যায়। যদিও সকলেই স্বাগত। পাঠ্যক্রমটি পনেরো বছরের বেশী বয়সীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। ইংরাজীতে পড়ানো হবে।

ভক্তিবেদান্ত গবেষণা কেন্দ্র পাঠ্যক্রম সমন্বয়কারী আরাধ্য ভগবান দাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তদের বাংলা ভাষা শিক্ষার লাভের কথা ব্যাখ্যা করেন।

''শ্রীল প্রভুপাদ চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ৮/৩৯এ লেখেন, 'যদি কেউ মূল চৈতন্যচরিতামৃত বাংলা ভাষায় অধ্যয়ন করে তাহলে সে শাস্ত্রের অমৃত আস্বাদনের বর্ধিত আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ বলেন, ''একদিন এমন সময় আসবে যখন সমগ্র বিশ্বের মানুষ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অধ্যয়ন করার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা করবে।''

আরাধ্য ভগবান দাস আরও বলেন, ''শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং আরও অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র যেমন শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যমঙ্গল অনুবাদ কবিতা বা কাব্য রূপে লেখা হয়েছে। তাই শ্রীল প্রভুপাদ এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উভয়েই উল্লেখ করেছেন যে, পাঠকগণ এই মূল দিব্য গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষাতে অধ্যয়ন করলে ক্রমবর্ধমান আনন্দরস আস্বাদন করতে পারবেন।''

এই নতুন বাংলা পাঠ্যক্রমটি ভক্তিবেদান্ত গবেষণা কেন্দ্রের বৃহত্তর প্রয়াসের এক অনবদ্য সংযোজন। ২০০৯ সালে ট্রাষ্টি হরিশৌরী দাস এবং শিক্ষায়তনিক নির্দেশক প্রণব দাস কোলকাতায় ভক্তিবেদান্ত গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন। যাদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্বতন বৈষ্ণব আচার্যদের সাধনালব্ধ কর্মগুলিকে সংরক্ষণ করা এবং একটি গ্রন্থাগারের স্থাপনা করা যেথায় দার্শনিক এবং পণ্ডিতগণ বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন। গ্রন্থাগারটি বর্তমানে কুড়ি হাজার গ্রন্থ দ্বারা সমৃদ্ধ। তার মধ্যে প্রায় তিন হাজার গ্রন্থ এবং পত্রিকা আছে যেগুলি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত। এখানে একটি অনলাইন গ্রন্থাগারও আছে যেখানে চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থের ডিজিটাল কপিও সুলভ।

এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের কার্য ছাড়াও, ভক্তিবেদান্ত গবেষণা কেন্দ্র দল বিশ্ববিখ্যাত নামীদামী পণ্ডিত ভক্তদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমন্বয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার উপর যুগান্তকারী গবেষণাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। বিগত দুই বৎসর যাবত তারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার উপর এম.এ এবং পিএইচ ডিও করছে। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তিকরণের সঙ্গে সেখানে ছাত্ররা আন্তর্জাতিক পণ্ডিত ভক্তদের নির্দেশনা পাচ্ছে।

কোলকাতা ছাড়াও, ভক্তিবেদান্ত গবেষণা কেন্দ্রের মুম্বাই এবং পুনেতেও কেন্দ্র আছে। মুম্বাই কেন্দ্রটি ইতিমধ্যে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তি পেয়েছে এবং পুনে কেন্দ্রটিকে পুনে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোলকাতা কেন্দ্রটিকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনা চলছে।

## লকডাউনে ইসকন মায়াপুরের খাদ্য সহায়তা

ইসকন মায়াপুরের পক্ষ থেকে আবাসিক ভক্তদের মধ্যে ১,৫০০ প্লেট, তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ২০০ প্লেট এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে ৩,০০০ প্লেট প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। মোট ৪,৭০০ প্লেট প্রসাদ গতকাল বিতরণ করা হয়েছে। লকডাউনের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত ৪,৬৯,০০০ প্লেট প্রসাদ বিতরণ হয়েছে।

## শ্রীমদ্ নিতাইচৈতন্য গোস্বামী মহারাজ কোভিডের কারণে অপ্রকট হলেন

শ্রীমদ্ নিতাইচৈতন্য গোস্বামী মহারাজ ১৪ই অক্টোবর হাসপাতালে তার নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের কারণে তার রক্তচাপ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তা থেকে পালমোনারি ডিমা হয়েছিল।

শ্রীমদ্ নিতাইচৈতন্য গোস্বামী মহারাজ রাশিয়ার প্রথম সন্ন্যাসীবর্গের একজন প্রবীণতম ভক্ত। ১৯৭০ সালে তিনি যখন পাশ্চাত্য বেতার স্টেশনের অনুষ্ঠান শোনেন তখন সৌভাগ্যক্রমে তিনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচারের শব্দ শোনেন এবং তার কয়েক বছর পর ভক্তিপথের প্রতি আকৃষ্ট হন। ২০০০ সালে তিনি শ্রীমদ্ রাধানাথ স্বামী মহারাজের কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন এবং তাঁর দীক্ষান্ত নাম হয় নিতাইচৈতন্য দাস। ২০১০ সালে তিনি ইসকন সন্ন্যাসী হিসাবে দীক্ষা পান এবং নির্ভয়ে প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন প্রাণের ভয় উপেক্ষা করে।

সেই সময় থেকেই তিনি ইউক্রেন ইসকনের মন্দির সভাপতি হিসাবে সেবা করে আসছেন পরে আজ পর্যন্ত তিনি মধ্য রাশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক সচিব হিসাবে সেবা করতে থাকেন। মধ্য রাশিয়াতে উৎসর্গীকৃত প্রচারকে তত্ত্বাবধান করে তিনি ২০১২ সালে প্রথম সেই অঞ্চলে প্রচারমূলক মন্দির নির্মাণ করেন।

## নতুন নিঃশুল্ক অনলাইন গ্রন্থ বিতরণ পাঠ্যক্রম

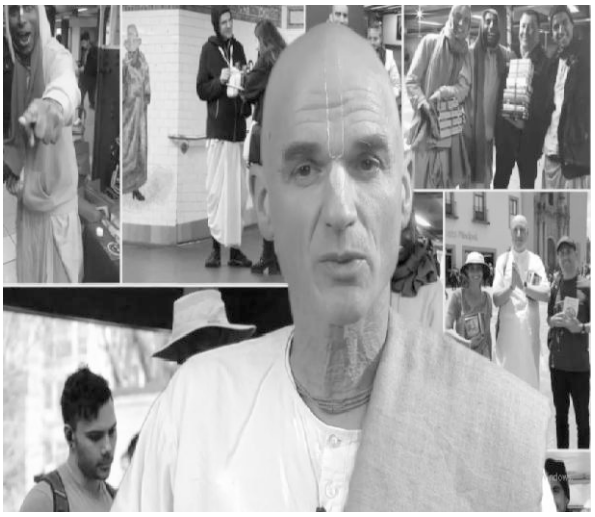

এই প্রথমবারের জন্য ''গ্রন্থ বিতরণের স্নাতক পাঠ্যক্রম'' নিঃশুল্ক অনলাইনের মাধ্যমে সুলভ হলো। দুই ঘণ্টার ভিডিও একটি বৃহৎ ছাত্র পুস্তিকা এবং বিপুল প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহ এই পাঠ্যক্রমটি ঘরে বসে সুলভ হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অনলাইন পাঠ্যক্রম এবং অনলাইন গ্রন্থ বিতরণ অত্যন্ত উপযোগী এবং এই প্রস্তাবটি উভয় ক্ষেত্রের জন্যই সহজলভ্য।

মূল পাঠ্যক্রমটি ১৯৯৬ সালে (বৈষ্ণব ট্রেনিং অ্যাণ্ড এডুকেশনে) ভিডিও দ্বারা প্রযোজিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে ১৯৯৭ সালে এটি পূর্ণসময়ের বিতরক ও প্রচারক সদস্যগণের জন্য আবশ্যিক করে দেওয়া হয়। একশতরও বেশী শিক্ষক এই পাঠ্যক্রমের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুমোদিত হয়েছেন। তখন থেকে হাজার হাজার ভক্ত এটি সফলভাবে গ্রহণ করেছেন।

এই অনলাইন পাঠ্যক্রমটি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণের কৌশলের শিক্ষা প্রদান করে। সংকীর্তন জ্ঞানের দক্ষতা এবং গভীরতা বৃদ্ধির জন্য যারা উৎসাহী তাদের সকলের জন্য এই পাঠ্যক্রমটির রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে।

## কোভিড-১৯ এ মেলবোর্ন ইসকনের খাদ্য সহায়তা

ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য অভয়চরণাবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অভিলাষ সমগ্র বিশ্বে প্রেম এবং ভক্তি সহযোগে পবিত্র কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি ও বিকাশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা করতে ইসকন মেলবোর্ন দূর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে উত্তম পুষ্টিযুক্ত নিরামিষ নিঃশুল্ক ভোজন নিরন্তর বিতরণ করে চলছে।

সংস্থাপক আচার্যের লক্ষ্য ছিল কোন ইসকন কেন্দ্রের দশ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে কেউ যেন অভুক্ত না থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন হরেকৃষ্ণ ভক্তগণও সুস্বাদু প্রসাদ বিতরণ করছে যা মেলবোর্নিয়ানদের খুব আনন্দ দান করেছে।

কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী সময়ে, মেলবোর্ন মন্দির প্রায় একশত নিঃশুল্ক ভোজন মন্দির-তহবিল থেকে বিতরণ করছিল, সাথে সাথে হরেকৃষ্ণ মুভমেন্টের তিনটি নগর রেস্তোরার মাধ্যমে স্বল্প মূল্যের ভোজনও সরবরাহ করছিল।

মেলবোর্নে বিধিনিষেধ আরোপ হওয়ার পর তারা মানুষজনের কাছে পৌঁছানোর জন্য নতুন পন্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একটি বিলি ব্যবস্থা শুরু হয় এবং হরেকৃষ্ণ ফুড ফর লাইফ তখন দুঃস্থ মানুষজনকে এবং যারা অতিমারীতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে খাদ্য বিলি করতে থাকে এবং সাথে সাথে তারা অনলাইন অর্ডার পদ্ধতি চালু করে। তাদের সন্তুষ্টির জন্য যারা বর্তমানে রেঁস্তোরাতে যেতে পারছেন না। ফুড ফর লাইফ প্রকল্পটি দুঃস্থ মানুষদের নিঃশুল্ক খাদ্য বিতরণ অব্যাহত রাখে।

মেলবোর্ন ফুড ফর লাইফ সেই সমস্ত মানুষজন যারা প্রবীণ, শিশু, ছাত্র, রোজগার হীন, যারা নিভৃতিকরণ অথবা কোয়ারান্টাইনে আছে এবং দুঃস্থগণ, তাদেরকে সংযোগহীন ভাবে খাদ্য বিতরণ করতে থাকে। প্রায় ৮০০০ এরও বেশী ভোজন পরিবেশন করে, যার ফলে প্রায় ১৩৩ জন মানুষ লাভবান হয়। মানুষকে সাহায্য করার স্বচ্ছ প্রয়াসে তাদের সমাজের প্রতি সেবা করার সহমর্মিতা ইচ্ছাটি পরিস্ফুটিত হয়েছে।

ভোজন প্রাপকদের প্রতিক্রিয়াই এর সাফল্যের প্রতীক। ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসার বার্তা এই দলটিকে আপ্লুত করে দেয় এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই হৃদয় স্পর্শ করে যায়।

''আমাদের জন্য যা করেছেন তার জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ, আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না যে খাদ্য দিয়ে আপনারা আমাদের কত উপকার করেছেন।''

''আমি আপনাদেরকে সুস্বাদু প্রসাদের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। আপনারা সত্যিই অসাধারণ। আমি এই সপ্তাহে আবার অর্ডার দেব।''

''খাদ্য এবং শুভ কামনার জন্য ধন্যবাদ। এই দুঃসময়ে আপনাদের সাহায্যের প্রশংসার কোন ভাষা নেই।''

পদ্ধতিটি ছিল সুরক্ষিত, সরল এবং কার্যকরী। বহু মানুষ এস.এম.এস পাঠিয়েছে তাদের যোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে এবং নিশ্চয়তা পাবার পরেই রাধুঁনী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের তৈরী গরম গরম সুস্বাদু প্রসাদম সেই ব্যক্তিদের বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রকল্পটির প্রশংসা করে পরিষদ এই প্রকল্পটিকে দুঃস্থ মানুষজনকে খাদ্য সরবরাহ ও সহায়তা করার সেবা স্বীকৃতি স্বরূপ ২৫০০০ ডলার অর্থমূল্য অনুদান দেয়।

## রমাদেবী মাতাজী অপ্রকট হলেন

২০২০ সালের ৩১শে আগস্ট ভোর সাড়ে তিনটায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুণ্য আবির্ভাব তিথিতে, শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যা রমাদেবী মাতাজী শ্রীধাম মায়াপুরে তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধামাধবের এক প্রিয় সেবিকা ছিলেন। তিনি বিগ্রহ সেবা বিভাগে দক্ষ সুচীশিল্পী হিসাবে সেবায় রত ছিলেন। তিনি একজন যোগ্যতা সম্পন্ন ধাত্রী হওয়ার সুবাদে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনবদ্য সেবা প্রদান করেন। তিনি বিগত এক বছর যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। তিনি শান্ত প্রকৃতির ছিলেন।

রমাদেবী মাতাজী মায়াপুরে বহু উৎসাহী ছাত্রীকে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পোষাক এবং বিগ্রহ অলংকরণে তাঁর দক্ষতার কৌশলগুলি শিখিয়েছেন। তাঁর অভাব অবশ্যই অনুভূত হবে। রমাদেবীর মহিমা কীর্তনের জন্য একটি স্মৃতি সভার আয়োজন করা হয়।

# ব্রহ্মসংহিতা

**পন্থাস্তু কোটিশতবৎসর সংপ্রগম্যো**
**বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্ ।**
**সোহপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে**
**গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। ৩৪।।**

**পন্থাঃ**- পথ; তু-কিন্তু; **কোটি-শত বৎসর** - শতকোটি বছর; **সংপ্রগম্যঃ**- গমনযোগ্য; বায়োঃ- বায়ুর; **অথ অপি**- অথবা; মনস্যঃ- মনের; **মুনি-পুঙ্গবানাম্**-নির্ভেদ ব্রহ্ম অনুসন্ধানী জ্ঞানীগণের; **সঃ অপি**- সেই পথও; **অস্তি**- বিদ্যমান; **যৎ**-যাঁর; **প্রপদ**-পাদপদ্মযুগলের; **সীম্নি**- অগ্রভাগের বা বহির্দেশে; **অবিচিন্ত্য তত্ত্বে**- জড় চিন্তার অতীত তত্ত্বে; **গোবিন্দম্**- গোবিন্দকে; **আদি পুরুষম্**- আদি পুরুষকে; **তম্**-সেই; **অহম্**-আমি; **ভজামি**-ভজনা করি।

জড়চিন্তার অতীত তত্ত্বে গমন করতে ইচ্ছুক প্রাণায়ামগত যোগীদিগের বায়ু নিয়ন্ত্রণ পন্থা অথবা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকারী বড় বড় মুনির মনগড়া জ্ঞানচর্চা পন্থা শতকোটি বৎসর চলেও যাঁর চরণারবিন্দের অগ্রসীমা মাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।।

**পন্থাঃ তু কোটি শত বৎসর সংপ্রগম্যঃ**- যে পথের শেষ প্রান্ত শতকোটি বছর ধরে গিয়ে পৌঁছানো যায় বড়ো জোর ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি স্তর অবধি।

**বায়োঃ অথাপি মনসঃ মুনিপুঙ্গবানাম্** - মুনি শ্রেষ্ঠ গণের অর্থাৎ ব্রহ্মানুসন্ধানী জ্ঞানীগণের প্রাণায়ামের দ্বারা রুদ্ধ বায়ুর কিংবা মনের বা মনোধর্মীর দ্বারা কৈবল্য বা সমাধি লাভ হতে পারে।

**সঃ অপি অস্তি যৎ প্রপদসীম্নি** - যোগীদের কৈবল্য ও মায়াবাদীদের ব্রহ্মসাযুজ্য এ সবই হলো যাঁর পাদপদ্ম-যুগলের অগ্রভাগে বা বহির্দেশে মাত্র।

**অবিচিন্ত্য তত্ত্বে** - জড় চিন্তার তত্ত্বে। চিন্ময় বৈচিত্র। এই স্তরে অষ্টাঙ্গ যোগী কিংবা ব্রহ্ম সাযুজ্যকামী জ্ঞানীরা প্রবেশ করতে পারে না। শ্রীল জীব গোস্বামী বলছেন, নরাকাসুরকে নিধন করে এসে শ্রীকৃষ্ণ একজন একই সময়ে পৃথক ভাবে ষোলো হাজার মন্দিরে ষোলো হাজার রাজকন্যাকে বিবাহ করেছেন- এটি বিচিত্র ব্যাপার ভেবে নারদ মুনি দ্বারকায় এলেন এবং দেখলেন প্রত্যেক মহলে শ্রীকৃষ্ণ আলাদাভাবে কাজকর্মে ব্যস্ত এবং নারদ মুনিকে প্রত্যেক মহলেই নতুন রূপে অভ্যর্থনা করা হচ্ছিল। ব্রহ্মাও দেখেছিলেন, একজন কৃষ্ণ হাজার হাজার গোপবালক ও বাছুর রূপে প্রকাশিত হয়ে যে যার স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান।

দেবহূতি দেবী বলছেন, হে ভগবান, যদিও আপনার করনীয় কিছু নেই। তবুও আপনি আপনার শক্তিকে প্রকৃতির গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ায় বিভক্ত করেছেন। যার ফলে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পাদিত হয়। হে ভগবান, আপনি সত্য-সংকল্প এবং সমস্ত জীবের পরমেশ্বর। তাদের জন্য আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আপনি যদিও এক, তবুও আপনার বিবিধ শক্তি নানা ভাবে কাজ করতে পারে। সেটাই আমাদের কাছে অচিন্ত্য।

শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, আমরা সকলেই আমাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য শ্রীভগবানের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু আমরা কখনও বলতে পারি না যে, ভগবানের বাসনাও অন্যের উপর নির্ভরশীল। সেটাই তাঁর অচিন্ত্য শক্তি।

**গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তম্ অহং ভজামি** - জড় ভাবনার অতীত তত্ত্ব সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোকের তাৎপর্যে বলছেন যে, শুভ ভক্তির আস্বাদনই শ্রীগোবিন্দ

চরণারবিন্দ লাভ। অষ্টাঙ্গিক যোগীরা শতকোটি বছর যাবৎ সমাধিক্রমে যে কৈবল্য লাভ করেন এবং অদ্বৈতবাদী মুনিরাও শতকোটি বছর যাবৎ চিৎ-অচিৎ বিচার করতে বসেন। 'নেতি নেতি' 'এটা নয়, ওটা নয়' এভাবে জড়বস্তু একটি একটি করে পরিত্যাগ করার পর অবশেষে যে নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মে লয় পেতে চান, তা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের অগ্রভাগের বহিঃস্থিত প্রদেশ মাত্র। চরণকমল নয়। মূল কথা হলো, 'কৈবল্য' ও 'ব্রহ্মলয়'-- এগুলি হচ্ছে জড়জগৎ ও চিন্ময় জগতের মধ্য সীমা। এই দুই অবস্থা অতিক্রম না করলে চিন্ময় বৈচিত্র পাওয়া যায় না। কৈবল্য দশা বা ব্রহ্মসাযুজ্য স্তরটি মায়িক সম্বন্ধ জনিত দুঃখের অভাব মাত্র, কিন্তু সুখ নয়। ঐ স্তরে কষ্ট নেই, তাই কিছুটা সুখও বলা যায়, তবুও তা অতি অল্প ও তুচ্ছ। জড়জাগতিক অবস্থা নাশ হলেই সুখে থাকবে, তা নয়। জীবের চিন্ময় অবস্থায় স্থিতিতে যে পরমানন্দ বা শাশ্বত সুখ পাওয়া যায় তা কেবলমাত্র চিৎস্বরূপা ভক্তির কৃপায় পাওয়া যায়। প্রেমপূর্ণ ভগবৎ সেবায় পাওয়া যায়। নীরস চিন্তা মার্গে, নির্বিশেষ ধ্যান মার্গে তা পাওয়া যায় না।

**একোহপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং**
**যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।**
**অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং**
**গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩৫।।**

**একঃ অপি** -- এক তত্ত্ব হয়ে; **অসৌ** -- এই গোবিন্দ; **রচয়িতুম্** -- সৃষ্টি করতে; **জগৎ-অণ্ড** -- ব্রহ্মাণ্ড; **কোটিম্** -- কোটি কোটি; **যৎ-শক্তিঃ**-- যাঁর শক্তি; **অস্তি** -- আছে; **জগৎ-অণ্ডচয়াঃ**-- ব্রহ্মাণ্ড সমূহ; **যৎ-অন্তঃ**-- যাঁর মধ্যে; **অণ্ড-অন্তরস্থ** -- ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত; **পরমাণুচয়** -- পরমাণুরাশির; **অন্তরস্থম্** -- প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে বিরাজমান; **গোবিন্দম্** -- গোবিন্দকে; **আদিপুরুষম্** -- আদিপুরুষকে; **তম্** -- সেই; **অহম্** -- আমি; **ভজামি**-- ভজনা করি।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব প্রযুক্ত তিনি একতত্ত্ব। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা কার্যে তাঁর শক্তি অপৃথকভাবে আছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মধ্যে বর্তমান এবং তিনি যুগপৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণুতে পূর্ণরূপে অবস্থিত। এইরকম আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।

**একঃ অপি অসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং** -- স্বরূপত একতত্ত্ব হয়েও এই গোবিন্দ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করছেন। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একজন করে ব্রহ্মা আছেন। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হচ্ছে। আবার সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সমস্ত রচনা করছেন শ্রীকৃষ্ণ।

**যৎ শক্তিঃ অস্তি** -- যাঁর শক্তি রয়েছে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করবার শক্তি যাঁর বিদ্যমান, তিনি হলেন একজন পরম শক্তিমন্ত ব্যক্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণ।

**জগদণ্ডচয়াঃ যদ্ অন্তঃ**--ব্রহ্মাণ্ডসমূহ যাঁর অভ্যন্তরে বিদ্যমান। একবার বালকেরা যশোদামায়ের কাছে বলল যে, কৃষ্ণ মাটি খাচ্ছে। যশোদা এসে কৃষ্ণকে বললেন, এত ননী মাখন থাকতে তুমি মাটি খাচ্ছো কেন? বালক কৃষ্ণ বলে, আমি মাটি খাই নি। মা তখন তাকে মুখ খুলতে বলেন। মুখের ভেতরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, এমনকি নিজেকেও যশোদা দেখতে পেয়ে মাথা ঘুরে যায়। হতবাক্ হয়ে ভাবতে থাকেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই শিশুর মুখের ভেতর! বাৎসল্য স্নেহময়ী মাকে কৃষ্ণ সেই সব ব্যাপার ভুলিয়ে দেন। শাসন করবার জন্যে দড়ি দিয়ে একসময় মা কৃষ্ণকে বাঁধতে যাচ্ছেন। প্রচুর পরিমাণে লম্বা দড়ি এনেও কৃষ্ণের উদরে বাঁধা গেল না। কারণ 'বিশ্বস্য ধান্নে'। বিশ্বসমূহ যাঁর উদরে রয়েছে, মা যশোদা, দড়িগুলো পর্যন্ত সবই যাঁর উদরের মধ্যে, তাঁকে বাঁধা যায় না। যদিও যশোদার বাৎসল্যপ্রেমে ভগবান স্বেচ্ছাক্রমে বাঁধা পড়েছিলেন।

**অণ্ডান্তরস্থ-পরমাণুচয়-অন্তরস্থং**-- যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পরমাণু রাশির প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে পূর্ণরূপে বিরাজমান। শ্রীভগবান সম্বন্ধে শ্রুতি শাস্ত্রে বলা হয়, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। পরমেশ্বর ভগবান এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি ক্ষুদ্র বস্তু অণুর অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, আবার সবচেয়ে বিশাল বস্তুর অপেক্ষাও বিশাল।

**গোবিন্দম্ আদিপুরুষম্ তম্ অহং ভজামি** -- এই রকম স্বরূপত এক তত্ত্ব হয়েও অচিন্ত্য শক্তি বলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করছেন যিনি, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোকের তাৎপর্যে বলছেন যে, জড় বা মায়িক তত্ত্ব থেকে বিলক্ষণ আর একটি স্বভাব 'চিৎ' বস্তু শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান। তিনি অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। জগৎ সমস্তই তাঁর শক্তির পরিণাম। আবার তাঁর স্থিতিও পরম অদ্ভুত। সমস্ত চিৎজগতও সমস্ত জড়জগত তাঁর মধ্যেই অবস্থিত। তিনি সেই একই সময়ে সমস্ত জগতেই অবস্থিত। এমনকি সমস্ত জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে তিনি পরিপূর্ণ রূপে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী। এই সর্বব্যাপিত্ব ধর্ম কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রাদেশিক ঐশ্বর্যমাত্র। কিন্তু সর্বব্যাপিত্ব সত্ত্বেও মধ্যমাকারে সর্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থান করছেন, এই হলো তাঁর লোকাতীত চিৎ ঐশ্বর্য। এই বিচার দ্বারা যুগপৎ অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বই স্বীকৃত হয়েছে এবং মায়াবাদ প্রভৃতি সমস্ত দুষ্টমত দূরীকৃত হয়েছে।

# গ্রন্থ বিতরণ আমাদের পারিবারিক ব্যবসা

বৈশেষিক দাস

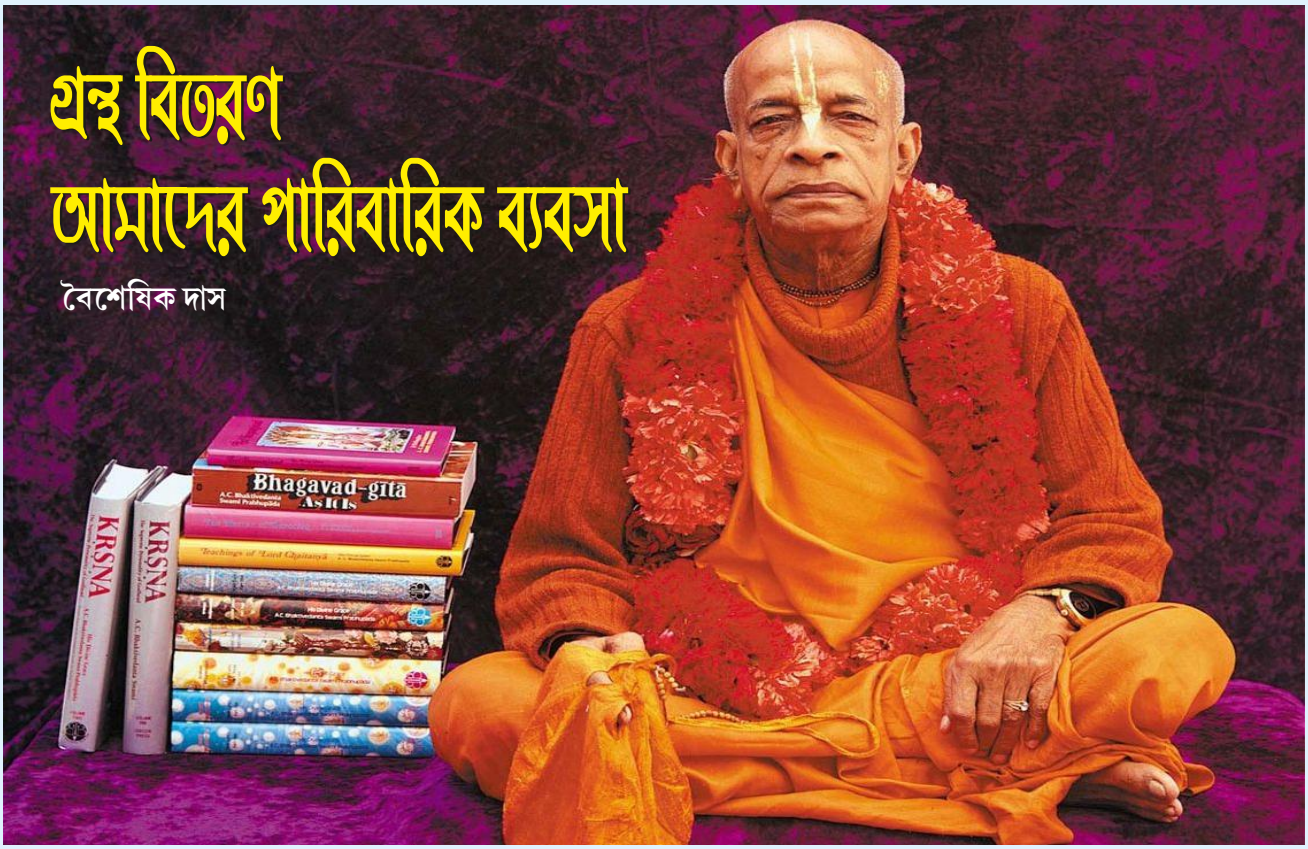


''আমাদের পরিবার'' বলতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের নির্দেশ করা হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর শিক্ষাকে অধিক সংখ্যক মানুষকে অবগত করানো হলো ''আমাদের ব্যবসা''।

আমেরিকার ফোর্ড ও ডিজনি পরিবার এবং ভারতের টাটা ও বিড়লা পরিবার হলো সফল পারিবারিক ব্যবসায়ী বংশ। এই পরিবারগুলির নিজস্ব পরিচালিত ব্যবসাগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। দীর্ঘকালীনতার দিক থেকে অবশ্য হোসি হোটেল ব্যবসার মালিক হোসি পরিবারই প্রাচীনতম। ৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে হোসিরা এই ব্যবসার সূচনা করে। একে পৃথিবীর প্রাচীনতম পারিবারিক মালিকানায় পরিচালিত ব্যবসায় পরিণত করে। তারা পঞ্চাশ প্রজন্ম ধরে এই ব্যবসায় আছে।

কিন্তু এদের আতিথ্য ব্যবসা কি প্রাচীনতম? বৈদিক ইতিহাস অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁর পারিবারিক ব্যবসার সূচনা করেন যখন তিনি ব্রহ্মাজীর হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান দান করে তাঁকে বিশ্ব সৃষ্টির শক্তি প্রদান করেন, যেখানে জীবাত্মাগণ তাদের চেতনা সংশোধন করে তাঁর কাছে প্রত্যাগমন করতে পারবে। এটি অবশ্য হোসি হোটেল দ্বার উদ্ঘাটনের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের ঘটনা। ব্রহ্মাজী তাঁর পরিবার বৃদ্ধি করে তাদের প্রত্যেককে তিনি যা শিক্ষা লাভ করেছেন তা প্রদান করেন এবং সেই বৈদিক জ্ঞান যথার্থরূপে পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে হস্তান্তরিত করেন। উদাহরণ স্বরূপ ব্রহ্মাজীর পুত্র নারদমুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের শিক্ষাগুরু ছিলেন। যিনি বেদগুলিকে অনূদিত ও একত্রিত করে তাঁর পুত্র ও শিষ্যগণের মাধ্যমে বিস্তৃত করেন।

ব্যাসদেব, কলিযুগের মানুষকে তাদের দুর্দশা প্রশমনের জ্ঞান প্রদানের আগ্রহে বেদ লিখনের জন্য একজন লেখক নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর পারমার্থিক জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে উপলব্ধি করেন যে, কলিযুগের মানুষেরা কলিযুগের ক্ষতিকর প্রভাবে স্মৃতিভ্রংশ সহ বিভিন্ন প্রকারের দুর্দশা ভোগ করবে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কলিযুগে বেদের পবিত্র শিক্ষাকে স্মরণ ও অনুসরণ করার জন্য মানুষের লিখিত রূপের প্রয়োজন হবে। প্রকৃতপক্ষে অর্থববেদ রূপে বেদ একটি একক গ্রন্থ ছিল। একে সহজভাবে পঠনপাঠনের জন্য ব্যাসদেব বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেন—ঋক, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব। অতঃপর তিনি তাঁর বিভিন্ন শিষ্যগণকে বেদের বিভিন্ন ভাগ শেখানোর ভার অর্পন করেন।

পরবর্তীকালে ''বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে'' ব্যাসদেব বেদান্ত সূত্র রচনা করেন। তিনি বেদগুলির ''সেতুবন্ধ গ্রন্থ'' রূপে মহাভারত রচনা করেন যা কলিযুগের স্বল্প দার্শনিক মানুষদের বোধের সহায়ক হলেও সংক্ষিপ্তাকারে বৈদিক দর্শনের সহজবোধ্যরূপে ভগবদ্গীতাও এর অন্তর্ভূক্ত। গীতা পাঠককে ধাপে ধাপে আত্মোপলব্ধির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ে যায় পরিণতিতে যেখানে বৈদিক জ্ঞানের মূল লক্ষ্য ভক্তিযোগ অথবা ভগবৎপ্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রকাশিত হয়েছে।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব হয়ে তেইশ ধাপে উপবিষ্ট শ্রীল রূপ গোস্বামীর রচনা এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সহ তার বৈষ্ণব সংগ্রহ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর হয়ে তার নিজ ব্যবহৃত ''বৃহৎ মৃদঙ্গ'' এলো আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের নিকট, যিনি তাঁর ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য রচনা করলেন—সবাই এই একই পারিবারিক ব্যবসায় যুক্ত। পৃথিবীর যে কোন বি বি টি কার্যালয়ে পরিদর্শন করুন, আপনি দেখবেন ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য ও মনোভাব এবং শ্রীল প্রভুপাদের অভিলাষ যে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে প্রতি জনের নিকট কৃষ্ণভাবনামৃতকে সহজপ্রাপ্য করে তোলা—এই প্রসঙ্গে ভক্তগণ নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করছেন। প্রকৃতপক্ষে, বি বি টি এত ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতম্ অনুবাদ করছে যে, পৃথিবীর প্রায় যেকোন মানুষ এটি পাঠ করতে সমর্থ হয়—শ্রীল প্রভুপাদও এই বৃহৎ কার্যের প্রশংসা করতেন, কারণ এটি তাঁর কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করছে।

বেদ প্রণয়নের পর ব্যাসদেবের হতাশা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতম্ ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য বিবৃত করেছে। যখন গুরু নারদমুনিকে ব্যাসদেব নিজের হতাশার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন নারদমুনি তাঁকে বলেন, ''তুমি প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের নির্মল ও দিব্য মহিমা বর্ণনা কর নি। অতএব, দয়া করে অধিক সুস্পষ্টরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলাবিলাস বর্ণনা কর''। তখন সমাধির সর্বোচ্চ স্তরে স্থিত হয়ে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর শক্তি এবং লীলাবিলাস দর্শন করে শ্রীমদ্ভাগবতম্ বা ভাগবত পুরাণ রচনা করেন। এখানে তিনি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর লীলাবিলাস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শুদ্ধভক্ত শুকদেবকে শ্রীমদ্ ভাগবতমের শিক্ষা প্রদান করেন। শুকদেব গোস্বামী প্রকাশ্যভাবে তা মহারাজ পরীক্ষিতকে বিবৃত করেন যিনি ব্রাহ্মণ বালক দ্বারা মৃত্যুর অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে ছিলেন। শুকদেব গোস্বামীর প্রবচনকালে সূত গোস্বামী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে নৈমিষারণ্যে সাধু ও বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সমাবেশে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতম্ পুনরাবৃত্তি করেন। সেই ঋষি-মুনিদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবতম্ পরিবেশনকালে সূত গোস্বামী বলেন, ''ব্যাসদেবের পুত্র, সকল ঋষি-মুনিগণের আধ্যাত্মিক গুরু যিনি (শুক) জড় অস্তিত্বের অন্ধকার হতে উত্তরণের জন্য সংঘর্ষকারী সেই সকল জড়বাদীদের প্রতি তাঁর গভীর করুণাবশত বৈদিক জ্ঞানের সাররূপী এই গুহ্যতম পরিশিষ্ট স্বয়ং নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিপুষ্ট করে পরিবেশন করেছেন, তাঁর প্রতি আমার প্রণতি নিবেদন করি''।

আজও শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণকারীগণ অনুরূপ কারুণিক মনোভাব নিয়ে দ্বার হতে দ্বারে, পথে, মেলায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবং বাণিজ্যিক বিপণীগুলিতে যান—যেখানেই তাঁরা আধ্যাত্মিক আলোক সন্ধানী মানুষ দেখেন, তাঁদেরকে সমাজে শ্রীমদ্ভাগবতম্ পরিবেশনকারী এই পারিবারিক ব্যবসায় অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুরোধ করেন। যখনই তাঁরা এই কাজ করেন তাঁরা মহাত্মাদের

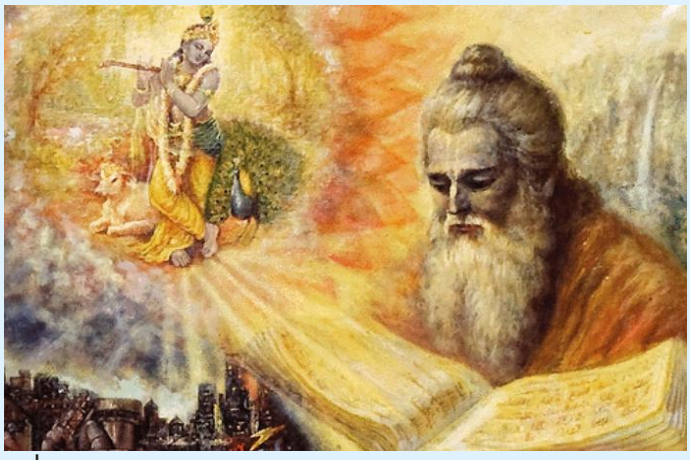

এক প্রাচীন ধারাকে অব্যাহত রাখেন যা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হতে ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদবর্গ হয়ে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁর শিষ্য ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। যে সকল ভক্তগণ বর্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের উদাহরণ এবং গ্রন্থ প্রকাশন ও বিতরণের সমগ্র নির্দেশাবলী পালন করছেন তাঁরা অবশ্যই তাঁদের উদ্যোগে সফল হবেন, কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের দিব্য পারিবারিক সদস্যগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবেন।

**শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর বিশ্বাসভাজন অনুগামীদের কাছে প্রদত্ত পারিবারিক ব্যবসাটি সম্পর্কে তাঁর মন উন্মোচিত করেন। আমাদের প্রথম কার্য গ্রন্থ বিতরণ। অন্য কোন কার্যের প্রয়োজন নেই। যদি সঠিকভাবে মহোৎসাহ এবং দৃঢ়তার সাথে গ্রন্থ বিতরণ করা হয় এবং আমাদের ভক্তগণ যদি আধ্যাত্মিকভাবে দৃঢ় থাকে তাহলে সমগ্র বিশ্ব কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠবে।**

শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় মহা বৈষব আচার্যগণ জীবনের প্রারম্ভে বা জীবনের শেষভাগে যখনই তাঁদের কার্যের সূচনা করেন না কেন তাঁরা মহান উদ্যোগী হন। কেন? কারণ তাঁরা বাজার থেকে মূল্যবান বস্তুটি নিয়ে আসেনঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম জাগরণের প্রক্রিয়া।

প্রচলিত উদ্যোগীদের ন্যায় এই আচার্যগণও তাঁদের কার্যাবলী প্রায়শই অজ্ঞাতে এমনকি কখনও কখনও গ্যারাজের মতো ঘরেও একাকী শুরু করেন। কিন্তু ভবিষ্যতের সামগ্রীর রূপরেখার পরিবর্তে এই সকল কৃপাময় বিশ্বশিক্ষকগণ জটিল কম্পিউটার কোডের পরিবর্তে গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁরা বেদের আধ্যাত্মিক সূত্রগুলিকে একত্রিত করে প্রাসঙ্গিক সূত্র এবং মন্ত্র রচনা করেন যেগুলি মানুষকে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি থেকে মুক্ত করে তাদের ভগবৎ ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মহামুনি ব্যাসদেব রসালো ফলের গাছে ঘেরা পার্বত্য কুটিরে একাকী ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। নির্জনে তিনি মহাকাব্য শ্রীমদ্ভাগবতম্ রচনা করেন যা শ্রবণে এমনকি মহাপতিত পাঠকেরও চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং তারা দ্রুত আধ্যাত্মিক

শুদ্ধতা লাভ করে।

আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, শ্রীল রূপ গোস্বামী ব্যাসদেবের আধ্যাত্মিক উদ্যোগকে বহন করেছেন কিন্তু সেখানে শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং অন্যান্য বৃন্দাবনের গোস্বামীগণও ছিলেন। এই আচার্যগণের নিদ্রা ছিল বিরল এবং যখন তাঁরা নিদ্রা যেতেন সেও প্রতি রাত্রে পৃথক বৃক্ষের তলায় ভিক্ষুকের ন্যায়। কিন্তু তারা তালপাতায় চিরন্তন আধ্যাত্মিক নির্দেশাবলী, দিব্য কাব্য এবং প্রার্থনা রচনা করেছেন, যেগুলি এত দিব্য এবং বাস্তবে কার্যকরী যে, সেগুলি সাধারণ শ্রমিক এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি উভয়েরই হৃদয়স্পর্শ করতে সক্ষম।

বিখ্যাত বৈষ্ণব শিক্ষক এবং সংশোধক শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে দশ বৎসরে শত কোটি নাম জপের প্রতিজ্ঞা পূরণের পর সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন, চৌষট্টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এক আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। তিনি শত শত গ্রন্থ রচনা করেন।

কিন্তু আধ্যাত্মিক উদ্যোগীদের মধ্যে সর্বাধিক নাটকীয় উদাহরণ ঃ শ্রীল প্রভুপাদ। বৃন্দাবনের প্রত্যন্ত গ্রামে ক্ষুদ্র, নির্জন পাথুরে মেঝের একটি ঘরে শুরু করে তিনি তাঁর গুরুর সাথে সাক্ষাতের পর থেকে তাঁর যে ধ্যান জ্ঞান ছিল তার বাস্তবায়ন করেন ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাকে ব্যবহার করে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন, যা পাশ্চাত্যের মানুষদের (তাও অতিক্রম করে) আলোকিত করে এবং অতঃপর তাদের এই সকল শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ প্রদর্শন—যা তাঁর পূর্বে কেউ করেন নি। একাকী নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের ন্যায় স্বল্প অর্থ সম্বল করে একটি ভগ্নপ্রায় টাইপরাইটারে তিনি তাঁর ভক্ত হৃদয়কে উজাড় করে দিয়েছেন। ''অ্যামেজিং লেট ব্লুমারস''-এ শ্রীল প্রভুপাদের উত্তরাধিকারকে বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

২৬ সেকেণ্ড অ্যাভিন্যু-এ তাঁর প্রাথমিক দিনগুলি থেকে বারো বছরে এক আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক সংগঠন গড়ে তোলার সাফল্য, শ্রীল প্রভুপাদের এই কর্ম প্রবাদপ্রতীম। এই কর্মগুলির মধ্যে বি বি টি-র প্রতিষ্ঠা অন্যতম।

শ্রীল প্রভুপাদ এবং অন্যান্য আচার্যগণের ন্যায় আধ্যাত্মিক উদ্যোগীগণ আমাদের এই পথে একটি বোঝা বহন করেন, মানুষ কত কষ্ট ভোগ করছে তা তাঁরা দেখতে পান। সেই দুর্ভোগ মুক্তির জন্য তাঁরা দায়িত্ববোধ এবং বিশেষত করুণা উপলব্ধি করেন।

আমেরিকার মাটিতে পদার্পণের প্রাক্কালে জলদূতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রচিত একটি প্রার্থনার এই অনুচ্ছেদে, মানুষকে যন্ত্রণা ভোগ থেকে রক্ষা করার যে বোঝা তিনি অনুভব করেন, তা প্রকাশিত হয়েছেঃ

কি করে বুঝাবো কথা বর সেই চাহি।
ক্ষুদ্র আমি দীন হীন কোন শক্তি নাহি।।
অথচ এনেছ প্রভু কথা বলিবারে।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে।।
অখিল জগৎ-গুরু ! বচন সে আমার।
অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা তোমার।।

একথা সত্যি যে, সকল আধ্যাত্মিক উদ্যোগী অপেক্ষা, নিজ উপাদান সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদের আত্মবিশ্বাস অধিক ছিল, ভগবানের চিন্ময় শব্দ অবতার। এটি তিনি জলদূতে তাঁর প্রার্থনায় বলেনঃ

তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের উদ্ধার।
বুঝিবে নিশ্চয়ই তবে কথা সে তোমার।।
ভাগবতের কথা সে তব অবতার।
ধীর হইয়া শুনে যদি কানে বার বার।।

শ্রীল প্রভুপাদের ''চিন্ময় পরিকল্পনা''র একটি শেষ বক্তব্য এই যে, শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণের পরিকল্পনাটি একটি গোপন পরিকল্পনা, কারণ তাঁর গ্রন্থসমূহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুহ্য থেকে গুহ্যতম রহস্যটিকে জগতের সম্মুখে প্রকাশিত করে। অধিকন্তু, শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য তাঁর নিজ হৃদয়ের গোপন রহস্যকে বিশ্বের সম্মুখে উন্মুক্ত করে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, আধ্যাত্মিক উন্মোচন হলো ভক্তগণের মধ্যে ষড়বিধ প্রীতি লক্ষণের একটি। শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, ''যদি তুমি কাউকে ভালোবাস, তুমি অবশ্যই তাকে কিছু উপহার দেবে এবং তুমিও তার কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করবে। তুমি তোমার মনের কথা তাকে বলবে এবং সেও তার মনের কথা তোমাকে বলবে''। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের কাছে কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের পরিকল্পনা, ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যে তাঁর নিজ উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার অর্থ প্রদান এবং পরিবর্তে সময়, অর্থ এবং অনুদান গ্রহণ হলো শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, তাঁর গুরুদেবের প্রতি এবং পতিত জীবের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ। সৎস্বরূপ মহারাজের কাছে লেখা ১৯৭৬ সালের ৫ই জানুয়ারীর এক পত্রে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর বিশ্বাসভাজন অনুগামীদের কাছে প্রদত্ত পারিবারিক ব্যবসাটি সম্পর্কে তাঁর মন উন্মোচিত করেন। আমাদের প্রথম কার্য গ্রন্থ বিতরণ। অন্য কোন কার্যের প্রয়োজন নেই। যদি সঠিকভাবে মহোৎসাহ এবং দৃঢ়তার সাথে গ্রন্থ বিতরণ করা হয় এবং আমাদের ভক্তগণ যদি আধ্যাত্মিকভাবে দৃঢ় থাকে তাহলে সমগ্র বিশ্ব কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠবে।

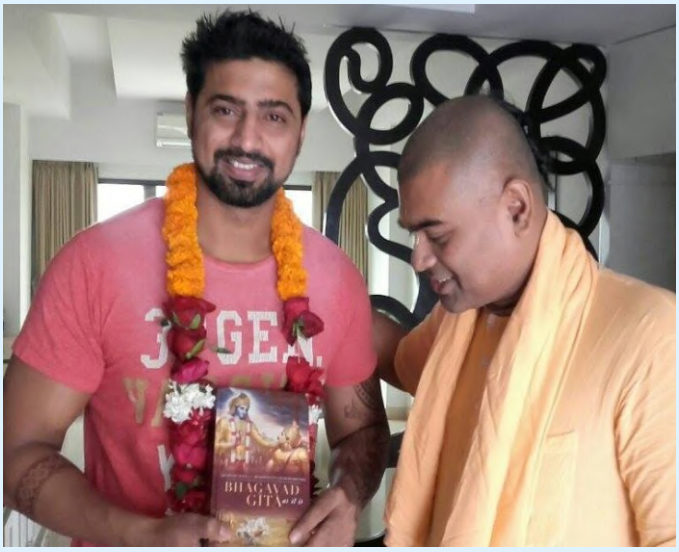

# চারটি ষাঁড় এবং সিংহ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষা মূলক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত

**তাৎপর্য**- আমাদের সর্বদাই একত্রিত থাকতে হবে আর তা হলেই সেই মায়া আমাদের ওপর আর ষড়যন্ত্র করতে পারবে না। ভক্তদের গুজবে কর্ণপাত করা বা তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।

## বৃত্রাসুর কর্তৃক

# শ্রীহরি বন্দনা

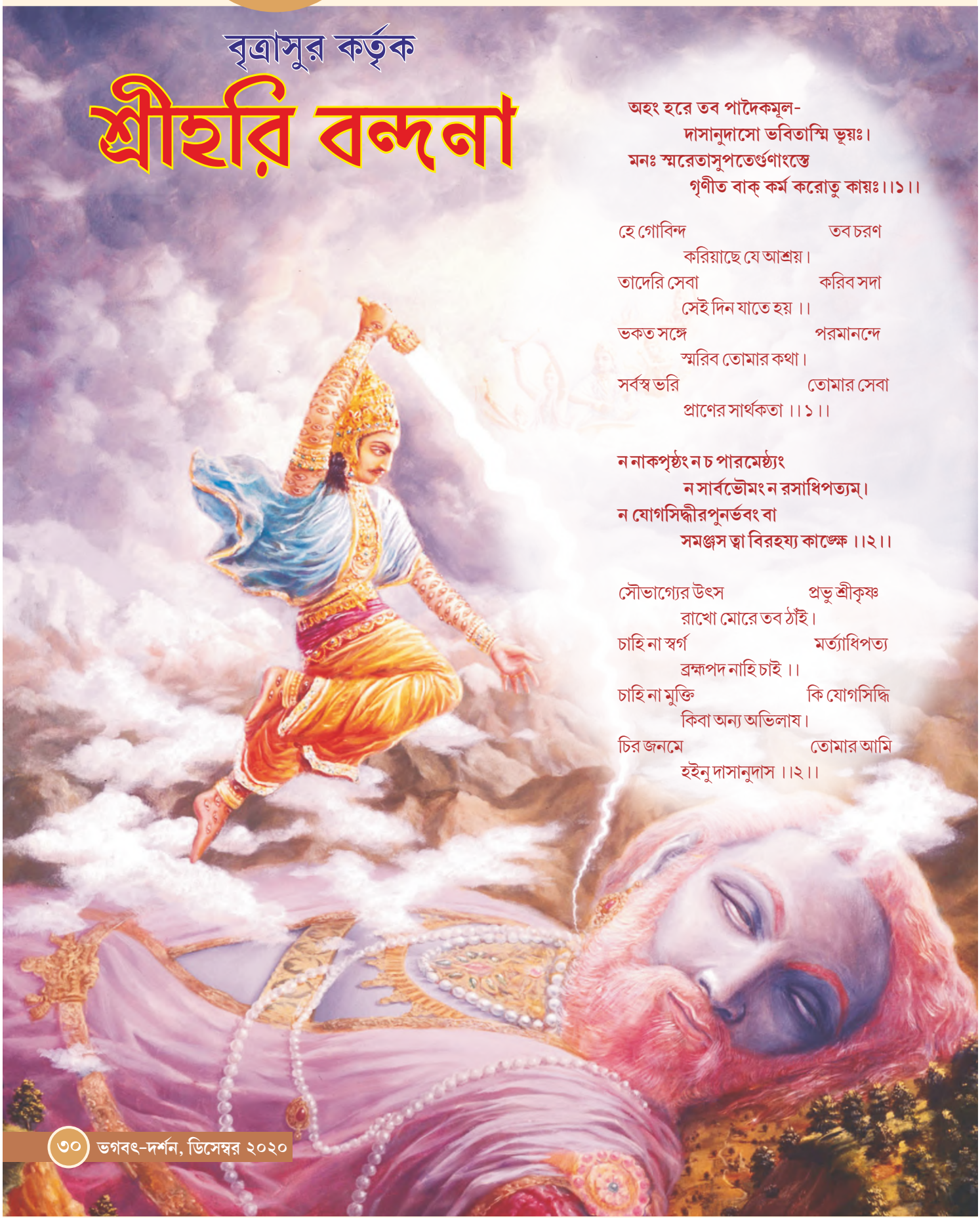

**অহং হরে তব পাদৈকমূল-**
**দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।**
**মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণাংস্তে**
**গৃণীত বাক্ কর্ম করোতু কায়ঃ।।১।।**

হে গোবিন্দ তব চরণ
করিয়াছে যে আশ্রয়।
তাদেরি সেবা করিব সদা
সেই দিন যাতে হয় ।।
ভকত সঙ্গে পরমানন্দে
স্মরিব তোমার কথা।
সর্বস্ব ভরি তোমার সেবা
প্রাণের সার্থকতা ।।১।।

**ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং**
**ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।**
**ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা**
**সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ।।২।।**

সৌভাগ্যের উৎস প্রভু শ্রীকৃষ্ণ
রাখো মোরে তব ঠাঁই।
চাহি না স্বর্গ মর্ত্যাধিপত্য
ব্রহ্মপদ নাহি চাই ।।
চাহি না মুক্তি কি যোগসিদ্ধি
কিবা অন্য অভিলাষ।
চির জনমে তোমার আমি
হইনু দাসানুদাস ।।২।।

**অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ**
**স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ।**
**প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা**
**মনোহরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ।।৩।।**

অজাত পক্ষ পক্ষী শাবক
আশা করে থাকে মায়ে।
দড়িতে বদ্ধ ক্ষুধিত বৎস
গাভী পানে সদা চায়ে।।
পতি প্রবাসী দুঃখী প্রেয়সী
চায় পতিপথ পানে।
পদ্ম নয়ন! এ মোর মন
তেমতি তোমার পানে ।।৩।।

**মমোত্তমশ্লোকজনেষু সখ্যং**
**সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্মভিঃ।**
**ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদার গেহে-**
**স্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ।।৪।।**

জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়েছি
সকাম করম ফলে।
হে নাথ, এবে করুণা করো
ভক্তসঙ্গ যাতে মেলে।।
মায়া প্রভাবে আমার চিত্ত
দেহ দারা পুত্র গেহে।
সেই আসক্তি ছাড়ি তোমার
প্রতি সদা বিষ্ট রহে ।।৪।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

# গ্রাহক নবীকরণ বিজ্ঞপ্তি

হরেকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ গ্রহণ করুন। মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' ও পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার আপনি একজন গ্রাহক । আপনার গ্রাহক পদের মেয়াদ কোন্ সংখ্যায় শেষ হচ্ছে? সেটি জানতে লক্ষ্য করুন—

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' ও পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার খামে যেখানে আপনার নাম, ঠিকানা রয়েছে তাতে পত্রিকার গ্রাহক মেয়াদ কবে শেষ হবে শেষ দুটি সংখ্যায় তার উল্লেখ থাকবে।

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' ও পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার বাৎসরিক পাঠক ভিক্ষা ২৫০ টাকা। আপনি ইসকনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করে অথবা মানি-অর্ডার করে উক্ত টাকা পাঠিয়ে পুনরায় এক বা একাধিক বছরের জন্য আপনার গ্রাহক পদে স্থিত থেকে শ্রী শ্রী রাধামাধবের সেবায় নিয়োজিত থাকুন। আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর স্পষ্ট করে বড় অক্ষরে লিখবেন এবং আপনার পোষ্টাল পিন কোড উল্লেখ করবেন।

বিঃদ্রঃ-মানি অর্ডার ফর্মের শেষ অংশে আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, পোষ্টাল পিন কোড লিখুন এবং আপনার গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করুন। হরেকৃষ্ণ ।

পাঠক ভিক্ষা পাঠানোর ঠিকানাঃ
**ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট**
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া- ৭৪১ ৩১৩
ফোন ঃ ৭০৪৪৫ ৮৭৫২৬

**যাদের গ্রাহকপদ নবীকরণ করা হয়েছে, তাদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রযোজ্য নয়।**

| বুক পোষ্টে ভগবৎ-দর্শন ও হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার পত্রিকার পাঠক ভিক্ষা | ক্যুরিয়ার সার্ভিস যোগে পত্রিকা দুটির পাঠক ভিক্ষা | রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পত্রিকা দুটির পাঠক ভিক্ষা |
|---|---|---|
| ১ বছরের জন্য ঃ ২৫০ টাকা | ১ বছরের জন্য ঃ ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে) | ১ বছরের জন্য ঃ ৫০০ টাকা |
| ২ বছরের জন্য ঃ ৫০০ টাকা | ২ বছরের জন্য ঃ ৭২০ টাকা ( পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) | |

**হরেকৃষ্ণ, এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের গ্রাহক ভিক্ষা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করুন।**

**Name: ISKCON, Account No : 005010100329439**
**AXIS BANK (Kolkata Main Branch)**
**7 Shakespeare Sarani, Kolkata, IFSC : UTIB0000005**

ভগবৎ-দর্শন এবং হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ।